CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 February, 2021 ■ আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৬ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পলাশ ফুলে ভরে আছে গাছ। ছবি নিজস্ব।

## ককবরক ভাষাকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভূক্তির দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** অল টিপরা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আতিশা ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা এবং রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে রাজধানী আগরতলা শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকায় দু''দিনব্যাপী গণঅবস্থান সংঘটিত করেছে। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ও সংগঠন নানা দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে শামিল হতে শুরু করেছে।

অল টিপরা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আতিশা রবিবার থেকে আগরতলা শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকায় উত্তর গেটে দু'দিনব্যাপী গণঅবস্থান আন্দোলনে শামিল হয়।আন্দোলনের মূল দাবি হলো ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা এবং রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালু করা। মূলত এই দুটি দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তারা আন্দোলন চালিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।সে কারণেই তারা রাজধানী আগরতলা শহরে গণ-অবস্থান সংগঠিত করে তাদের দাবির সমর্থনে।

গণঅবস্থানের শেষদিনে আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা গণঅবস্থান মঞ্চে এসে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিধায়ক হিসেবে তিনি দাবি জানিয়েছেন। এই দাবি অবিলম্বে পূরণ করার জন্য তিনি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

# ভারতের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে বিশ্বের ঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে ভারতের দিকে, ভারতের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে বিশ্বের। সোমবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের জবাবি ভাষণে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের জবাবি ভাষণে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী, যদিও প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শুরু করা মাত্রই, রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল সাংসদরা।

জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি সুযোগের দেশ। আমাদের জন্য অনেক সুযোগ অপেক্ষা করছে, এমন একটি দেশ যা তরুণ, উৎসাহে পরিপূর্ণ এবং এমন একটি দেশ যা স্বপ্নকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে ভারতের দিকে, ভারতের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে এবং প্রত্যাশা করা হচ্ছে পৃথিবীর প্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখবে ভারত।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন, একজন বৃদ্ধা ফুটপাথে তাঁর কুঁড়েঘরের বাইরে বসে, হাতে প্রদীপ নিয়ে দেশের মঙ্গল কামনা করছেন। আমরা তাঁকে নিয়ে মজা করছি! যাঁরা কখনও স্কুলে যাননি, তাঁরা যদি মনে করেন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেশের সেবা করতে পারবেন, তাঁদের নিয়েও উপহাস করা হচ্ছে!'

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং করোনাকাল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নতুন শক্তি জুগিয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, """যখন পোলিও, গুটিবসন্তের ঝুঁকি ছিল সেই সময়ের সাক্ষী থেকেছে ভারত। ভারত ভ্যাকসিন পাবে কি-না তা কেউ জানত না, অথবা কতজনকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে, কিন্তু এখন আমাদের দেশকে বিশ্বের জন্যও ভ্যাকসিন তৈরি করছে। এর ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের গণতন্ত্র পাশ্চত্য নয়। মানবিক প্রতিষ্ঠান। নেতাজির আদর্শকে আমরা ভুলে গিয়েছি।

আমরা নিজেদেরকেই অভিশাপ দিতে শুরু করেছি। আমি মাঝেমাঝে অবাক হই, বিশ্ব আমাদের একটি তকমা দিয়েছি, যা অনুসরণ করতে শুরু করেছি আমরা-বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র। এই কথা শুনলে অত্যন্ত ভালো লাগে, কিন্তু আমরা দেশের যুবসমাজকে শিখাইনি যে ভারত গণতন্ত্রের জননী।'

এদিন এমএসপি প্রসঙ্গে কৃষকদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এমএসপি ছিল, এমএসপি আছে এবং এমএসপি সর্বদা থাকবে। পঞ্জাবের সঙ্গে কী হয়েছিল, তা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দেশভাগের সময় পঞ্জাব সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৮৪ দাঙ্গার সময় সবথেকে বেশি কেঁদেছিল পঞ্জাব। বহু বিয়োগান্তক ঘটনার শিকার হয়েছে পঞ্জাব। জম্মু-কাশ্মীরে নিরপরাধদের হত্যা করা হয়েছে। এর ফলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। প্রতিটি শিখের জন্য দেশ গর্বিত। দেশের জন্য তাঁরা কী করেননি? তাঁদের যতটা সম্মান দেওয়া হবে, তা অনেক কমই হবে। নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় পঞ্জাবে কাটাতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

## স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও ওঝার দ্বারস্থ হচ্ছেন একাংশ জনজাতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** বিজ্ঞানের যুগেও গ্রাম পাহাড়ে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষেরা ওঝার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা পরিষেবা নিচ্ছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের কাঁকড়া ছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরা পাড়া এলাকায়। হাজরা পাড়া এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য জন্য একটি সাব-সেন্টার থাকলেও সাব সেন্টারের উপর নির্ভর না করে ওঝার উপর নির্ভর করেচিকিৎসার পরিষেবা দিচ্ছে ঝাঁ-ফেঁয়ের মধ্য দিয়ে।

সংবাদে জানা যায় হাজরা পাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যের পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় হত দুই, আহত দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যে পথদুর্ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রানির বাজার এর মোহনপুর, সিধাই এর খোয়াই চৌমুহনী রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বিদ্যাসাগর এবং উদয়পুরে চারটি পৃথক পথদুর্ঘটনায় দুই জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অপর দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা এড়াতে পরিবহন দপ্তর এবং ট্রাফিক দপ্তর এর তরফ থেকে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও দুর্ঘটনা এড়ানো কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

রাজ্যে প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে প্রথম দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। মোহনপুর খোয়াই এবং যোগেন্দ্রনগর এলাকায় তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় তেলিয়ামুড়া থেকে বাইক নিয়ে রানীর বাজারের ফিরছিলেন মন্টু দেবনাথ নামে এক যুবক।রানির বাজার এলাকার বাসিন্দা মিন্টু দেবনাথ মোহনপুর এলাকায় এসে পৌঁছলে বাইক নিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জিব হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আত্মীয়-পরিজন জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রানির বাজার থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।সোমবার সাতসকালে বিদ্যাসাগর থেকে যোগেন্দ্রনগর যাওয়ার পথে একটি ট্রিপার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।জানা যায় রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ট্রিপার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয়।আগরতলা মোহনপুর খোয়াই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ৩য়-৯ম শ্রেণীর পড়ুয়াদের মূল্যায়ণ কর্মসূচির সূচনা হল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** সোমবার থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুলসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলেতৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার মান মূল্যায়ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ছাত্র- ছাত্রীদের পঠন পাঠন ব্যবস্থাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।করোনাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শিক্ষা দপ্তর। করোনাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই মূল্যায়নের কাজ চলবে।

রাজধানী আগরতলা শহরের উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন এর কাজ করতে দেখা গেছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। রাজ্যের অন্যান্য স্কুলগুলিতে একই পদ্ধতিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# জেলা ও দায়রা আদালত সফরে গেলে আইনমন্ত্রীকে সাত দফা দাবী সনদ তুলে দিলেন আইনজীবীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** সোমবার রাজ্যের আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা আদালত পরিদর্শন করেন। জেলা ও দায়রা আদালত পরিদর্শনকালে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশানে যান। ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশানে মন্ত্রী রতন লাল নাথকে বিজেপি ল এন্ড লিগেল এফায়ার্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

একই সাথে মন্ত্রী রতন লাল নাথের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি। এইদিন বিকালে ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশানে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান বিজেপি ল এন্ড লিগেল এফায়ার্স ডিপার্টমেন্টের কনভেনার আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

এইদিন আইন মন্ত্রীর সাথে

সাংবাদিক সম্মেলনে ৭ দফা দাবি গুলি তুলে ধরে বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই দাবি গুলির সাথে সহমত পোষণ করেছেন। এবং সদর্থক ভুমিকা গ্রহণের বিষয়ে ছিলেন সদর মহকুমা শাসক অসিম সাহা সহ অন্যান্যরা। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ এইদিন পশ্চিম জেলা ও দায়রা আদালতে গিয়ে ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শালীনতা শেখা উচিত গুলাম নবি আজাদের কাছ থেকেঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।।** প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ গুলাম নবি আজাদের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুলাম নবি আজাদের কাছ থেকে শালীনতা শেখা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গুলাম নবি আজাদ সর্বদা শালীনতার সঙ্গে কথা বলেন, তিনি কখনও বাজে শব্দ ব্যবহার করেন না।'

রাজ্যসভায় এদিন রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের জবাবি ভাষণে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী। গুলাম নবি আজাদও তখন উচ্চকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। মোদী বলেন, 'গুলাম নবি আজাদ সর্বদা শালীনতার সঙ্গে কথা বলেন, তিনি কখনও বাজে শব্দ ব্যবহার করেন না। তাঁর কাছ থেকে শালীনতা শেখা উচিত আমাদের, এজন্য আমি তাঁকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। জম্মু-কাশ্মীরে আয়োজিত নির্বাচনের প্রসংশা করেছিলেন তিনি আমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# টাকারজলায় ধৃত তিন জঙ্গী দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** টাকারজলা থানার পুলিশের হাতে ধৃত তিন জঙ্গি সহযোগীকে সোমবার বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালতের কাছে চার দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করলেও বিচারক ধৃতদের দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তাদের বিশালগড় থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে পুলিশ।

রবিবার দুপুরে মধ্য ঘনিয়ামারা এলাকা থেকে তিন জঙ্গি সহযোগীকে আটক করেছিল টাকারজলা থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন রণ দেববর্মা (৪২) বাড়ি মনাইছড়া, খোয়াই। রথীন্দ্র দেববর্মা(৪৮) ওরফে সন্যাসী, বাড়ি আনন্দবাজার, দশদা কাঞ্চনপুর এবং প্রসেনজিৎ দেববর্মা (৩৯) ওরফে আর্মি, বাড়ি পদ্মবিল, খোয়াই। এই প্রসেনজিৎ একসময় আর্মিতে চাকরি করতো। কিন্তু চাকরি ছেড়ে চলে এসে জঙ্গি দলে নাম লেখায়।

তারা বর্তমানে জঙ্গি দলের হয়ে এডিসি এলাকায় চাঁদা সংগ্রহের কাজ করছে। বিষয়টি পুলিশের গোচরে আসামাত্রই শুরু হয় অভিযান। রবিবার টাকারজলা থানার ওসি অজয় দেববর্মা বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর নিয়ে মধ্য ঘনিয়ামারা সড়কে তল্লাশী চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। আইপিসি ১২০ বি, ৩৮৪, ৫০৬ ধারা এবং ইউএলএ ১০/১৩ ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ধৃত তিন জঙ্গি সহযোগীর বিরুদ্ধে।

যথারীতি সোমবার তাদের বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালতের আদেশ অনুযায়ী দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে পুলিশ। জঙ্গি গতিবিধির ওপর নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় স্তরে যেসকল সহযোগীরা রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

# কাজ ও খাদ্যের সংকট পুর নিগমের অফিসে ধরণা নারী সমিতির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার উত্তর জ জন জোনালের সহকারী কমিশনারের কাছে ৭ দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মহিলাদের জীবনে নেমে এসেছে কাজ খাদ্য সহ নানা ধরনের সংকট। রাজ্যে এই সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

সংকট মোকাবেলায় রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সোমবার আগরতলা পৌর নিগমের উত্তর জোনালের সহকারী কমিশনার এর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন প্রদানের আগে নারীর সমিতির এক মিছিল এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।মিছিল শেষে সারা ভারত নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমা দাস এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল উত্তর জোনের সহকারী কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি তুলে দেন।

ডেপুটেশন শেষে জামায়াতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমা দাস দাবিগুলির যুক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন রাজ্য সরকার বয়স্ক ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতাসহ বিভিন্ন সামাজিক ভাতার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম কেটে দিয়েছে।যাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে তাদের নাম পুনরায় সংযুক্ত করে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক ভাতা চালু করার জন্য তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## তেলিয়ামুড়ায় নিখোঁজ ব্যক্তির হদিশ দিতে ব্যর্থ পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** ৭-৮ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত এক নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা। অপহৃতের পরিবার বার বার থানার দ্বারস্থ হয়েও কোন আশার আলো না দেখতে পেয়ে অবশেষে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হলো সোমবার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল এলাকার বাসিন্দা মৃত ধীরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীর ছেলে বছর ৫৪ এর বিকৃত মস্তিষ্কের উত্তম কুমার চৌধুরী গত মাসের ৩১ জানুয়ারি রবিবার বিকাল আনুমানিক ৫:০০-৫:৩০ মিনিট নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিস মেলেনি উত্তমের। ফলে বাধ্য হয়ে পরিবারের লোকজন তেলিয়ামুড়া থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যের বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও কিভাবে সুদৃঢ় করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বন দপ্তরকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জনকল্যাণে এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল দ্রততার সাথে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বন দপ্তরকে এখন পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে জনগণের দ্রত রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে বন দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বন সম্পদ উন্নয়নে বন দপ্তরের অধীনে যে সকল এজেন্সিগুলি রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষের দ্রত রোজগার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বন দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। বনজ সম্পদ মূলত বাঁশের বোতল, আঁদা, গোলমরিচ, ফুলঝাড় উৎপাদন কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় এবং তার বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মানুষের

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার যায় সেই দিকে লক্ষ্যে রেখে বন দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ইন্দো-জার্মান প্রকল্পে রূপায়িত কর্মসূচিগুলির মধ্যে গোলমরিচ, আঁদা, ফুলঝাড়, বাঁশের বোতল তৈরি ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন।

পাশাপাশি বাঁশের তৈরি আগরবাতিকেও ইন্দো-জার্মান প্রকল্পে অন্তর্ভক্ত করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচিগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে রাজ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আগর গাছকে ভিত্তি করে রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১২১ ▫ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৫ মাঘ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## ধর্মীয় উন্মাদনা

ধর্মীয় উন্মাদনা দেশের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক আঘাত নামাইয়া আনিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা বন্ধ করা জরুরী। অন্যতায় ভারত বর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার তকমা হারাইয়া ফেলিবে।ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।ভারতের সংবিধানের সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করিতে পারিবেন।স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়াইয়া অন্য কোন ধর্মের উপর আঘাত সৃষ্টি করা কোনভাবেই সমুচীন নয়। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যে দল বা সরকার থাকুক না কেন তাহাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।ভারত বর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার কারণেই ক্রিসমাস ডে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ সমান ভাবে উপভোগ করিতেছেন। এই রীতিনীতি চিরকাল অটুট থাকিবে এটাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের চিন্তন মননে দৃঢ় বিশ্বাস।সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানব সভ্যতা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মানব সভ্যতা অগ্রসর হইবার পিছনে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির অবদান অবস্মরণীয়।বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া মানব সভ্যতার অগ্রগতি চিন্তাই করা যায় না। তবে মানবসভ্যতা যতই অগ্রসর হোক না কেন ইতিহাস কিংবা পূর্বপুরুষকে বাদ দিয়া সমাজ উন্নয়ন বা সমাজ কল্যাণ অর্থহীন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইতিহাসকে ভুলিয়া গেলে মানুষ শ্রদ্ধাবোধ ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিবে। কেননা সবার উপরে মানুষ সত্য। তাঁহার এত বড় উপলব্ধির কথা কবি চণ্ডীদাস আমাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়াছিলেন প্রায় ছ'শো বছর আগে। পৃথিবী তারপর বহু বহু দূর এগিয়ে গিয়াছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে চিন্তায় চেতনায়। পূর্বপুরুষদের অনেক চিন্তা উপলব্ধি সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। স্বভাবতই বাতিলও হইয়াছে সেসব। আবার বহু উপলব্ধি ধ্রুব সত্য হইয়া রহিয়াছে। সেসব বাতিল হওয়া দূরে থাক, সেগুলির সামান্য পরিবর্তনের কথাও আমাদের মনে হয় না। তার মধ্যে একটি অবশ্যই চণ্ডীদাসের পরম উপলব্ধি'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সমাজ, দেশ, রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যবস্থা সবটাই মানুষের কল্যাণচিন্তাকে কেন্দ্র করে। পরিবেশচিন্তায় বাতাস, অরণ্য, জলাভূমি এবং সমস্ত প্রাণীকে বাঁচানোর কথা বলা হইয়াছে। সেখানে জীবে প্রেমের ধারণা, তাহার মূলেও মানুষের কল্যাণ। সবকিছু বাঁচিলে পরেই প্রকৃতি তাহার ভারসাম্য ধরিয়ি রাখিতে সক্ষম হইবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া যাওয়ার পরিণাম মানুষের জন্য অমঙ্গলের। মানবসভ্যতার সামনে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়াইয়া পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলাইতে গিয়া আমাদের খাদ্য তালিকা দীর্ঘ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে আপস করে বসতির বিস্তার ঘটাইতে হইয়াছে। কৃষি বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লবের মতো একাধিক খাদ্য বিপ্লবের নামে কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করিতে হইয়াছে। সেখানেও পদে পদে নিশ্চয়তা দিতে হইয়াছে যে, শেষমেশ মানুষ সুরক্ষিতই থাকিবে। চিকিৎসা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে গিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য, বিনোদন, সংবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মানুষের কল্যাণচিন্তার সঙ্গে আপস করিবার কথা পরিত্যাগ করিয়াছে সমস্ত সমাজ। সবচেয়ে বেশি এবং মারাত্মক মতভেদের জায়গাটি হইল ধর্মাচরণ। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী ভারত মানিয়া নিয়াছে 'যত মত তত পথ'। ধর্ম বিশ্বাসটা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত। প্রতিটি মানুষ তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে ধর্মাচরণ করুন। তাহাতে কোনও সমস্যা নাই। এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহারা কোনও প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের কাছে ধর্ম একটাইমানবধর্ম। তাঁহাদের এই ভিন্ন চিন্তাকেও ভারত সমান শ্রদ্ধা করে। বিভিন্ন ধর্ম নানাভাবে যত কথাই বলুক, সব কথার সার কথা হইল'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

মানুষের মনে একইসঙ্গে দু'রকম চিন্তা চলিতে থাকে। সুচিন্তা ও কুচিন্তা। এই দুই চিন্তার দ্বন্দ্ব নিয়াই মানুষের দিন কাটে। সুচিন্তার প্রাবল্যেই মানুষ প্রতিদিন জয়ী হয়। কিন্তু যখন কুচিন্তা মানুষকে পুরো গ্রাস করিয়া ফেলে তখন সে অপরাধ করে বসে। আবার এই অপরাধপ্রবণতা দূর হইলেই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে সৎ বা সাধুতে রূপান্তরিত হইতে পারেন। তাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞান অপরাধীর বিনাশ চায় না, অপরাধপ্রবণ মনের বিনাশ চায়। মৃত্যুদণ্ড রদ করিবার পক্ষে এটাই তাঁহাদের যুক্তি। আমাদের দেশেও 'জেল' বা 'কারাগার' শব্দটির বদলে 'সংশোধনাগার' কথাটি ব্যবহারের যুক্তি এটাই। সংশোধিত মানুষকে মূল স্রোতে বরণ করিয়া নেওয়াই আধুনিক শিক্ষা। এই ধ্রুব সত্য কথাাা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা। সমাজ সংস্কাকার এবং মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট সময় উপযোগী। সেই কারণেই আধুনিক শিক্ষাযা ব্যবস্থাও অতীতকে কোনভাবেই অস্বীকার করিতেছে না। অতীত ও বর্তমানের সম্মিলিত প্রয়াসই ভবিষ্যৎ গঠনের অন্যতম সোপান। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও বলিষ্ঠ করিবার জন্য প্রতিটি ধর্ম -বর্ণের মানুষকে যথাযথ দায়িত্বব পালন করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই ভারত বর্ষ প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইবে।

## চলচ্চিত্র-বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেও মাত্রা পেল তিস্তার জল

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চলচ্চিত্র-বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেও উঠে এল তিস্তার জলপ্রসঙ্গ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে, ''বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র'' শিরোনামে এই আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের তথ্য সচিব খাজা মিয়া এ ব্যাপারে প্রার্থনা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিস্তার জল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারত-বাংলাদেশের টানাপড়েন চলছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার এই জলের ভাগ বাংলাদেশকে দিতে রাজি হলেও নদীতে প্রবাহের স্বল্পতার জন্য রাজ্যের স্বার্থে বাংলাদেশকে এর ভাগ দিতে দৃঢ় আপত্তি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁর রাজ্যে এসে তাঁর কাছে প্রকাশ্যেই বাংলাদেশ সরকারের তরফে জল নিয়ে নিবেদন জানালেন সেদেশের এক শীর্ষ আমলা। সোমবার বাংলাদেশের তথ্য সচিব উপবিষ্ট তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসানের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, প্রেস ক্লাবে বসে আপনাদের মাধ্যমে দিদিকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এই বিষয়ে আবেদন করতে চাই। আমরা যদি ভাগাভাগি করে নিতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ থাকবে না। এটাতে দয়া করে কোন রাজনৈতিক রঙ দেবেন না এটা আমাদের অধিকারের কথা বললাম। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সহযোগিতায় সোমবার এই বিশেষ আলোচনা আয়োজন করা হয় কলকাতার প্রেস ক্লাবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া। ছিলেন ভাষাবিদ ড় পবিত্র সরকার, পরিচালক, অভিনেতা-পরিচালক সৃজিত মুখার্জী। মুরাদ হাসান বলেন, কলকাতার বাংলাদেশ উপ দূতাবাসের সহযোগিতায় কলকাতার ঐতিহাসিক প্রেস ক্লাবে এমন আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বিশেষ করে কলকাতার সেই ঐতিহাসিক প্রেস ক্লাব যা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সহযোগী। সেখানে বসে বক্তব্য রাখা আমার কাছে গর্বের। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান হাজার ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যে জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন তা ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এবং বিশাল সমাবেশ। যেখানে ১৪ লাখ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতি সমর্থন করেছিলেন তা আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি। একই সাথে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে গভীরভাবে স্মরণ করছি।

# সাদা বাড়িতে ১৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত

সুমন ভট্টাচার্য

'ইনফোসিস'-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান নারায়ণমূর্তি-র জামাই ঋষি সুনক-এর ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী (চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকিওর) হওয়া যদি ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধর মধুর প্রতিশোধ হয়, তাহলে কি বুধবার মার্কিন মুলুকের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে গেল ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কবলে? কেননা, বুধবার সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা আমেরিকার মেনস্ট্রিম মিডিয়ার প্রবণতা দেখলে সেরকমটা মনে হওযা অস্বাভাবিক নয়। কবে শোনা গিয়েছে যে ভোগ -এর মতো ফ্যাশন পত্রিকা তাদের ছাপা হয়ে যাওয়া প্রচ্ছদ নিয়ে সমালোচনার জেরে আবার নতুন করে (পড়ুন কমলা হ্যারিসের গায়ের রং এবং তাঁর স্বকীয়তা যাতে বোঝা যায় এমন ছবি দিয়ে) প্রচ্ছদ বের করবে? তাহলে মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্যাশন ম্যাগাজিনও শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াল 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'-এর দাবির কাছে? এটা তো শুধু একজন 'কালারড ওম্যান' এর জয় নয়, তার সঙ্গে তীব্রভাবে ভারতীয়ত্বের অনুরণন হৃদয়ে শোনাও নাহলে সলমন রুশদির প্রাক্তন বান্ধবী এবং সেলিব্রিটি শেফ পদ্মলক্ষ্মী কেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কমলা হ্যারিসের অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে 'ট্যামারিনজ রাইস'-এর রেসিপি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করবেন, আর লাখ লাখ দর্সক জেনে নেবেন একজন তামিল বিজ্ঞানীর কন্যা এখনও কোন ভাত খেতে পছন্দ করেন।

ডেমোক্র্যাট দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হওয়ার পর থেকে কমলা হ্যারিস যতটা সোচ্চারে নিজের ভারতীয় আইডেন্টিটি বা মায়ের কাছ থেকে পাওয়া অতীতের কথা বলেছেন, ততটা হয়তো তিনি তাঁর আগের দশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বলেননি। যাঁরা হ্যারিসের কট্টর সমালোচক, তাঁদের মন্তব্য ছিল, এসবই আসলে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মন ও ভোট জেতার চেষ্টা। কিন্তু ভুললে চলবে না, মার্কিন মুলুকের ভোটারদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এখনও লাতিনোদের মতো গুরুত্বপূর্ণ নন যে, তাঁদের জন্য কমলা হ্যারিস এই ঝুঁকি নেবেন। নির্বাচন জেতার পর জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিস যে-টিম তৈরি করেছেন, তাতে যতজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জায়গা পেয়েছেন, তারপরে কিন্তু আমাদের আমেরিকার নতুন ভাইস প্রেসিডেন্টের ওই মন্তব্যকে শুধু ভোট টানার কৌশল বলে দেখলে হবে না। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট্রে এই নতুন টিমে ২০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আবার ১৩ জনই মহিলা। যদি হোয়াইট হাউসকে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র হিসাবে ধরেন, তাহলে সেই বাড়িতেই বসবেন অন্তত ১৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি প্লেয়ার এবং তাঁর স্ত্রী যখন লন্ডনেরই 'ইন্ডিয়ান কারি' খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখনই হয়তো আমরা, ভারতীযরা মনে মনে কোহিনুর নিয়ে যাওয়ার সু-খটা কিছুটা ভুলতে চেয়েছিলাম। কালে কালে যখন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দলে দেখা গেল সাদা চামড়ার ক্রিকেটারদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ বা দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূতদের ভিড় বেশি, তখনই বোঝা গিয়েছিল, আসলে ক্রিকেট সত্যি সত্যি 'রিভার্স সুইল' এসে গিয়েছে। আমেরিকার গত একশো বছরের ইতিহাস দেখলে মনে রাখতে হবে যে, মার্টিন লুথার কিং-এর বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রাহ। ম্যালকম এক্স -এর হাত থেকে তো শুধু ক্যাসিয়াল ক্লে, মহম্মদ আলির মতো কৃষ্ণাঙ্গ আইকন বেরিয়ে যাননি, আসলে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের রাশটাই চলে গিয়েছিল মার্টিন লুথারের কাছে, শুধুমাত্র তাঁর 'গান্ধী দর্শন'-কে অনুসরণেণ জন্য। কিন্তু এই সবই ছিল তাত্ত্বিক প্রভাব, মাননশীলতার দিক থেকে ভারতীয়ত্বের জয়টিকা। তাই বলে কেউ কোনও দিন ভেবেছিল, দক্ষিণ ভারত থেকে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া এক মহিলার কন্যা সে দেশের ভাইরস প্রেসিডেন্ট হবেন? নভেম্বরে জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিসের জয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবীকে নিয়ে যত চর্চা হয়েছে, তার অন্যতম কারণ অবশ্যই তিনি কী কী দিক থেকে প্রথম। তিনি প্রথম মহিলা যিনি ভাইস প্রেসিডেন্টের চেয়ার বসলেন, একই সঙ্গে তিনি প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত যিনি আমেরিকার ক্ষমতার দিক থেকে দ্বিতীয় পদে থাকছেন, আবার একজন আফ্রিকার অভিবাসীর কন্যা হিসাবেও এই শিখরে পৌঁছনো প্রথম। এসবই আমরা জানি। কিন্তু দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট বা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এর মতো মার্কিন মুলুকের প্রথম সারির সংবাদপত্র ক্রমাগত লিখছিল এবং বারাক ওবামার উদাহরণ টেনেই লিখছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে কমলা হ্যারিস হয়তো ক্ষমতার এই 'করিডর-এ একা এবং একমাত্র হবেন। অর্থাৎ যেটা বারাক ওবামার সময়ও হয়েছিল, তিনি যখন কোনও বৈঠক করছেন, তখন ঘরে অন্য সবার মাঝে তিনি একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ।

যখন হোয়াইট হাইসের মতো, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বাড়ি থেকে তিনি কোনও 'কোর কমিটি-কে ডাকছেন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তখনও ওবামা একমাত্র কালো মানুষ। কমলা হ্যারিসকেও কালারড ওম্যান রূপে প্রথম হওয়ার সূত্রে এইরকম কত জায়গায় একা এবং একমাত্র হয়ে যেতে হবে-এই নিয়ে যখন ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রধান সারির সংবাদপত্রগুলি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ছেপেয়ে, তখনই দেখা গেল, বাইডেন হ্যারিসের টিমে কালারড মানুষের ছড়াছড়ি। ডেমোক্র্যাটিদের এই নতুন প্রশাসকদের তালিকা সামনে আসার পর কে যেন মনে করিয়ে দিয়েছেন, হ্যারিস তাঁর ইহুদি স্বামীর সঙ্গে সকালে রান্না করার সময়ও কিন্তু প্রিন্স আর স্টিভি ওয়ান্ডার দুই কৃষ্ণাঙ্গ সংহীত আইকনেরই গান শোনেন। কমলা হ্যারিসকে নিয়ে এই যে এত আলোচনা, উত্তেজনা এবং আ-ভারত চর্চা, তার কারণ বোধহয় তাঁর গায়ে রং নিয়ে গর্ব। আসলে তাঁর তামিল মা এবং জামাইকান বাবা আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই যে বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী মিছিলে হেঁটেছিলেন , সেটা সাফল্যের সিঁড়ি দিয়ে একেবারে শিকরে পৌঁছে গেলেও হ্যারিস ভুলে যাননি। তাই আমেরিকার নতুন ভাইস প্রেসিডেন্টের ট্যামারিন্ড রাইস আর নাথিংস গণ আ চেঞ্জ মাইল লাভ ফর ইউই প্রিয় তালিকায় থাকবে। জো বাইডেন আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রেসিডিন্টে রূপে প্রথম একশো দিনে তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে করোনার মোকাবিলা । আর কমাল হ্যারিসের প্রথম লক্ষ্য কী? এই করোনার সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে যাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, ব্যাঙ্কেরঋণ না দিতে পারার জন্য বা মর্টগেজের জটিলতারয় মাথার ছাদ হারাতে বসেছেন, তাঁদের রক্ষার জন্য বিল আনা। ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় যাঁরা বারাক ওবামাকে 'সমাজতন্ত্রী' বলে কটাক্ষ করতেন, তাঁরা এবার এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্টকে কী বলবেন? ডেমোক্র্যাটি ব্লেজারের আড়ালে ভারতীয় বামপন্থী?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

# ব্র্যাডম্যানের দৃষ্টান্ত কতটা যুক্তিসংগত

বোরিয়া মজুমদার

সম্প্রতি শচীন তেণ্ডুলকর, অলি কুম্বলে-সহ একগুচ্ছ ভারতীয় ক্রিকেটার যখন ট্রোল্ড হলেন কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত তাঁদের টুইট নিয়ে, তখন কিছু বিশ্লেষক একধাপ এগিয়ে পরাশর্ম দিয়েছেন—এই সমস্ত কিংবদন্তি খেলোয়াড়ের প্রত্যেকের উচিত স্যর ডোনাসড ব্র্যাডম্যানকে অনুসরণ করা। ফিরে দেখা উচিত কীভাবে

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের হয়ে তিনি একটানা সওয়াল করে গিয়েছেন। তাঁরা ব্র্যাডম্যানকে তুলে ধরেছেন একজন প্রগতিশীল এবং উদার প্রশাসক হিসাবে, যিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সব সময় সরব থেকেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, খেলার জগতে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনের এখনও ব্র্যাডম্যান-ই আশাবাদের মশাল। ব্র্যাডম্যানকে এই অবস্থানে রাখার মূল প্রেক্ষিত হল, তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষকর্তা হিসাবে। তিনি ১৯৭০-'৭১ সালে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার সফর বাতিল করেছিলেন। এমনকী পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অস্ট্রেলিয়া সফরও খারিজ করে দিয়েছিলেন। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের এই বিবেচনা ও পদক্ষেপ পরবর্তীতে তাঁর উত্তরাধিকারকে চিরস্থায়ী করতে সাহায্য করেছে। সত্যি বলতে, ক্রীড়া-অনুরাগী এবং বিশ্লেষকদের সিলেবাসে এটি খুব সহজ একটি বিষয়। ব্র্যাডম্যান পবিত্রতাঁর ভাবমূর্তিতে কোনও ছুরিকাঁচি চালানো যাবে না—এটিই তাঁদের কাছে স্বস্তিদায়ক। ব্যাডম্যানের মাপের মানুষেরও কোনও ভুল ত্রুটি হতে পারে, অথবা তাঁর এমন কোন ও মতামত থাকতে পারে, যা হয়তো রাজনৈতিকভাবে যথার্থ নয়—এ নিয়ে প্রকৃত গবেষণামূলক সুলুকসন্ধান হয়নি বললেই চলে। ক্রিকেট নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করেন, তাঁরা হয় ব্র্যাডম্যান সম্বন্ধে মন্তব্য করা এড়িয়ে গিয়েছেন, আর নয়তো তাঁকে এক আদর্শবান প্রগতিশীলের কতমা দিয়ে ধূপধূনো দিয়েছেন, যাঁর অবদান ক্রিকেটে মহৎ সাদা আর কালো ছকেই তাঁকে ফেলা হয়েছে। তারা জানেনেই না যে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের স্তরে সত্রে ধূসরতা। আর ও সরাসরি বলতে গেলে, ব্র্যাডম্যান বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল বর্মধারী কোনও বীরব্রতী যোদ্ধা ছিলেন না। বরং তিনি সাদা চামড়ার আধিপত্যকে আড়াল করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে। অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রবীণ শিক্ষাবিদ টম হিনান এবং ডেভিড ডানস্টনের সাম্প্রতিক আর্কাইভাল গবেষণায় তাঁর চরিত্রের এই দিকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই লেখাটি ব্র্যাডম্যানের বিরুদ্ধে প্রচার নয়। বরং বর্ণবাদ বিরোধী রূপে এতকাল ব্র্যাডম্যানকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়ে এসেছে, তা পাশে সরিয়ে রেখে বর্ণবাদ বিষয়ে তাঁর একাধিক প্রতিক্রিয়ার স্তরকে বিশ্লেষণ করা এই লেখার উদ্দেশ্য।

স্পোর্টস ইন সোসাইটি জার্নালের সম্পাদক রূপে আমি কয়েক বছর আগে ডানস্টন এবং হিনানের লেখার কিছু অংশ প্রকাশ করার কথা ভাবি, এবং বলতে বাধা নেই তা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। সেই প্রবন্ধটি যা পরে বইয়ে পরিণত হল সম্পাদনার বহু স্তরে মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। এত বিতর্কিত এখটা লেখা প্রকাশ করা যাবে কি না-তা নিয়ে নিজেরে মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে একটি সংশোধনবাদী, বা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাবনা দিচ্ছিলেন ডানস্টন এবং হিনান।

যা কিংবদন্তি স্যর ডনের পবিত্র ভাবমূর্তির রীতিমতো ক্ষতি করছিল। স্যার ডনের একজন অনুরাগী হিসাবে আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধছিল, এটা করা আদৌ উচিত কি না। কিন্তু একজন অ্যাকডেমিশিয়ান হিসাবে আমি প্রবন্ধটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই, কারণ তা ছিল প্রগাঢ় গবেষণা এবং তথ্য দ্বারা সমর্থিত।

ডানস্টন এবং হিনান দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালে ব্র্যাডম্যান দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আফসোস করেছিলেন। ঠিক বা বুলের প্রশ্নে যাচ্ছি না। কিন্তু এটা উল্লেখ, যে অস্ট্রেলিয়া জীতীয় সংরক্ষণা গারগুলিতে এমন অনেক নথি রয়েছে, যা প্রমাণ করে ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান থাকাকালীন পুরো সময়টায় ব্র্যাডম্যান এবং বোর্ড একসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতঙ্গদের ক্রিকেটের বি,য়টা চর্চায় রাখার জন্য অস্ট্রেলিয়া রাজনীতিক এবং কূটনীতিকদের তদবির করেছেন। এ ও জানা যায়, এ বিষয়ে ম্যাকমোহল লিবারাল জোট সরকারের অধীন এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স দফতর প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসবা বোর্ডেকে খোলাখুলি সহায়তা করেছিল। (সৌজন্যে- সংবাদ প্রতিদিন)

# স্বাস্থ্যবিমার যাঁতাকালে সাধারণ মানুষ দিশেহারা

পার্থময় চ্যাটার্জি

সারা পৃথিবী জুড়ে এখন দুটো আতঙ্ক, এক করোনা সংক্রমণ দুই বেরোজগারি। স্বাস্থ্য রক্ষা করবো না অর্থ রোজগার করবো। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন যে সকল ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে তা হলো, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, অন্তর্জাল পরিষেবা, আর খাবার ব্যবসা। বেঁচে থাকতে গেলে খেতে হবেই। আর খেতে থাকলে রোগ হবেই। তাই বর্তমানে স্বাস্থ্য বিমা সাধারণ মানুষের কাছে এক অতি জরুরি বিষয়, চিকিৎসা খরচ যে ভাবে দিকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে বা কোনও ডাক্তারের কাছে গেলেই আগে প্রশ্ন যে তার স্বাস্থ্য বিমা আছে কি নেই। হাসপাতালে চিকিৎসার দুঘরনের ধারা আছে একটি স্বাস্থ্য বিমা অধীনে চিকিৎসা খরচ আর একটা বিমা স্বাস্থ বিমা অধীনে খরচ। ক্যাশলেস চিকিৎসার ক্ষেত্রেরোগীর থেকে ভর্তি হবার সময় একটা টাকা অগ্রিম হিসাবে জমা রাখা হয় এই ক্যাশলেস অনুমোদনের বিলম্বের কারণে। সঙ্গে তো আছে নানা ধরনের আনুসঙ্গিক খরচ যা স্বাস্থ্য বিমা অন্তর্ভূক্ত বিহীন। সঙ্গে চলছে অমানবিক ভাবে বছর বছর প্রিমিয়াম বৃদ্ধি। গ্রহক পরিষেবার নামে এদের টিপিএ বা থার্ড পার্টি অথরিটি নামে আউট সোর্স সার্ভিস প্রোভাইডার নিযুক্ত করা আছে তাদের অতি নিম্নমানের পরিষেবার জন্য একটা রোগীকে ডিসচার্জ পাবার পরেও হাসপাতালে বসে থাকতে হয় ইন্সুরেন্স ক্লেইমের টাকা অনুমোদনের বিলম্বের কারণে। এছাড়া বিমা কোম্পানি ও তার থার্ড পার্টি অর্থরিটি এই আউট সোর্স সার্ভিস প্রেভাইডারদের দ্বারা যেভাবে সাধারণ নাগরিকগণ প্রতারিত ও এদের নিত্য নতুন বাহানার দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছেন তাই এটাকে একটা কর্পোরেট দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

এবার আসছিল বিমা কোম্পানিগুলোর সুযোগ বুঝে কোপ মারার বিষয়ে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে বিমা প্রিমিয়াম প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ পরিষেবা একই থাকছে। ন্যাশনাল ইন্সুরেন্সের একজন গ্রাহক, আজ দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে এই কোম্পানির সঙ্গে বিমা করে আসছেন। রণজিৎ রায় নামের এই বৃদ্ধ মানুষটি তার যৌবনে ১৯৮৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যখন স্বাস্থ বিমা বাজারে আনলো তখন থেকে এই কোম্পানির পলিসি হোল্ডার উনি। অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, যখন তার বয়স ৩৫ বছরতখন শরীরের কোনও বড় অসুখের ভয় ছিল না অথচ সে এবং তার পরিবার বছরে ৫ হাজার টাকা করে বিমার প্রিমিয়াম দেওয়া শুরু করেন আর পরে প্রতি দশ বছর পর প্রিপিয়াম বেড়ছে ও নারা দিয়েছেন তবে তা কোন মতেই ৫ শতাংশের বেশি নয় কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে প্রিমিয়াম প্রচুর আসছে। উনি এটাও ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে সাধারণ মানুষ বিমা করে ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য কিন্তু অল্প বয়সে বিমা কোম্পানি জামাই আদর করেছে আর যখন বয়স বাড়ছে ও এখন শরীরে রোগের আক্রমণ হবার সময় আসছে ঠিক তখনই বিমা কোম্পানিগুলো তাদের প্রিমিয়াম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে আমাদের মতো বৃদ্ধ মানুষগুলোকে কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

একটা ৫ লাখ টাকার বিমা না থাকলে প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া কঠিন। আর পাঁচ লাখ টাকার বিমা করতে একজন ৬৬ বছরের ঊর্ধ্বে মানুষকে বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয় যদি অক্টোরর মাসেরএক তারিখ থেকে তা হবে প্রায় ৬০ হাজার টাকা এটা জানালেন ন্যাশনাল ইন্সুরেন্সের স্টার এজেন্ট শ্রী শরদিন্দু দেয়াশি মহাশয। ওনারা এই প্রিমিয়ামের উপর ১০-১৫ শতাংশ কমিশন পান। উনি ও এই আকাশ ছোঁয়া প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকে সমর্থন করেন না। ওনাদের আশঙ্ক যে আগামী দিনে মানুষ হয়তো নিজেই বিমা ব্যাঙ্ক ঘরে বানাবেন। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি বছরে ৬০ হাজার প্রিমিয়াম দেন তবে তিনি ছয় থেকে সাত বছরে প্রায় তার বিমা ভ্যালু নিজেই জমিয়ে নিতে পারবেন। আর এ ছাড়া এত প্রিমিয়াম একজন অবসরপ্রাপ্ত মানুষের কাছে দেওয়া সম্ভব নয়, বিমা না করলে এজেন্টদের কমিশন ও রোজগার কমে যাবে তাই তারাও খুব আতঙ্কের মধ্যে আছেন।

আর একজন বিমা গ্রহীতা শ্রী অশোক সাহা উনিও আজ প্রায় পঁচিশ বছরধরে স্বাস্থ্য বিমা করে আসছেন, ওনার যুক্তি যে জীবন বিমা দীর্ঘ মেয়াদি পলিসি করে, যে বয়সে বিমাপত্র কেনেন তখন থেকে তার প্রিমিয়াম একই থাকে যদিও প্রতি বছর প্রিমিয়াম গিতে হয়, মারা গেলে বিমার অনেক তার নমিনি পাবে আর যদি জীবতি থাকে তবে নির্দিষ্ট সময় পরে বিমাকৃত টাকা ডিভিডেন্ড সমেত ফেরত পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য বিমা কিন্তু কোনওগিনও ক্লেম না হলে চাকা ফেরত দেয় না। ওনার যুক্তি জীবন বিমার পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম অঙ্ক কোনও ফিক্সড করা যাবে না। কোনে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাবে?

বর্তমানে অনেকগুলো বিমা কোম্পানি স্বাস্থ্য বিমা পলিসি বাজারে বিক্রি করছে। নিয়ম কানুন এক এক টা কোম্পানির এক এক প্রকার। অনেক কোম্পানি তার ক্ষতি পূরণের রোগ ভিত্তিক চিকিৎসা খরচের উর্ধ্ব সীমা বেঁধে দিয়েছে। হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের সঙ্গে বিমা কোম্পানি ও তার টিপিও একটা চুক্তির দ্বার চিকিৎসা খরচ সীমারেখা নির্ধারণ করে। এই চুক্তির নাম পিপিএম বা প্রেফার্ড প্রোভাইডার নেটওয়ার্ক। যদি চুক্তিবদ্ধ নার্সিংহোম সরকারি চিকিৎসা করান তবেই এই চুক্তিতে চিকিৎসার খরচ ধার্য হবে এবং নিজের ঘরের পয়সা আর দিতে হবে না, কিন্তু যদি নিজের পছন্দের ডাক্তারের অধীনে অন্য হাসপাতালে চিকিৎসা হয় তবে পিপিএম চুক্তি মান্য হবে না, এটা এক ভারী মজার ব্যাপার। তাই হাসপাতালে নার্সিংহোম সরাসরি ভর্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয় তা না হলে প্রতি মুহূর্তে খরচে দুশ্চিন্তা থাকবে মাথায়। সামনে দুর্গাপুজো অনেকেই বাইরে ঘুরতে যাবেন এবং যদি ভিন দেশে কেউ অসুস্থ হয় তবে এই চিপিএ কার্ড সঙ্গে থাকলে কোনও অসুবিধায় পরতে হবে না। কারণ বিমা কোম্পানির সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই অনেক হাসপাতাল নার্সিংহোমের ক্যাশলেস চুক্তি আছে। এবার আসছি কিছু বিমা কোম্পানিগুলোর অমানবিক সিদ্ধান্ত দ্বারা বার্ধক্য মানুষজনের অসুবিদার দিকগুলো।

একজন চাকরিজীবী তার কর্মজীবনে বিমা সুরক্ষা পায় অফিস নিয়মের মধ্যে কিন্তু যখন তিনি অবসর নেবার পরে নিজে তার বিমা সরাসরি করতে যায় তখন নতুন বিমা কোম্পানি কেন তার বিমা পলিসি গ্রহণ করবার আগে তার নতুন করে শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে? বিশেষ করে বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো। আর এটাতো ঘটনা যে একটা ৬০ বছরের মানুষ শারীরিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ নাও থাকতে পারে অথচ স্বাস্থ্য পরীক্ষা রিপোর্ট এ একটু দোষ ধরা পরলেই তারবিমা পলিসি প্রদান করতে অস্বীকার করে বিমা কর্তৃপক্ষ। যেই লোকটা বিমা কোম্পানির সারা জীবনে লাখ লাখ টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছে তাকে জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে বিমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুর নিগম এলাকায় দুষ্কৃতিরা নির্মিয়মান ড্রেইন ভেঙে ফেলেছেন দুষ্কৃতিরা। ছবি- নিজস্ব।

# ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা’র উদ্দেশ্য চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়াও একাত্মতা, সমরসতা গড়া, বলেছেন কৃষ্ণগোপাল

গুয়াহাটি (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা’র উদ্দেশ্য কেবল চিকিৎসা পরিষেবাই নয়। চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি একাত্মতা, সমরসতা গড়া এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপাল। সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল এবং ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত বক্তব্যে উপস্থিত শতাধিক ডাক্তার, জুনিয়র ডাক্তার এবং শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলেছেন ড় কৃষ্ণগোপাল শর্মা।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুস্থ নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গতকাল রবিবার থেকে সাতদিনের ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা-২১’-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে আদিংগিরিতে অবস্থিত সেবা ভারতী জনজাতি ছাত্রাবাসের মিলনায়তনে গতকাল সকাল নয়টায় অষ্টাদশ ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা-২১’-এর উদ্বোধনের পর দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং অসমের মিলিয়ে দেড় শতাধিক বরিষ্ঠ ডাক্তার এবং জুনিয়র ডাক্তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন।
অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য আগত ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে ড় কৃষ্ণগোপাল আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁরা যাবেন সেখানে কোনও আধুনিক বন্দোবস্ত পাবেন না। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে স্থানীয় গরিব দুস্থদের বাড়িতে। তাঁদের আতিথিয়তা মনেপ্রাণে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। যেখানকার খাদ্যাভ্যাস যেমন তেমন খাদ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাতেই গড়ে উঠবে সমরসতা, একাত্মতা। এছাড়া ২০০৫ সালে তিনি, সংঘের বর্তমান অসম ক্ষেত্র প্রচারক উল্লাস কুলকর্নি এবং ডা. দিলীপ সরকারের উদ্যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হাতোগোনা কয়েকজন ডাক্তারকে নিয়ে কী পরিস্থিতিতে ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা’র শুরু হয়েছিল তার বর্ণনা করেন কৃষ্ণগোপাল। তাছাড়া তিনি সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল পরিচালিত বিভিন্ন কার্য-প্রণালিরও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন।
এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন, সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের সভাপতি রমেন শর্মা, ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা-২১’-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রভাতকমল বেজবরুয়া, কার্যনির্বাহী সভাপতি ড় সত্যেন চৌধুরী এবং এনএমও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. বিশ্বম্ভর সিং। এঁরা সকলেই ‘ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা’ এবং সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নানা তথ্য সহ বক্তব্য পেশ করেছেন।
অনুষ্ঠানে অন্য বিশিষ্টদের মধ্য ছিলেন অসম ক্ষেত্র প্রচারক উল্লাস কুলকর্নি, সংঘের সর্বভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য গৌরীশংকর চক্রবর্তী, প্রবীণ চিকিৎসক ডা. দিলীপ সরকার, অসম পরিবহণ নিগমের অধিকর্তা আনন্দপ্রকাশ তিওয়ারি (আইপিএস), সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরেন্দ্র তেলখাদকর, সম্পাদক রাজীব গুপ্তা প্রমুখ বহু জন।
প্রসঙ্গত উদ্বোধনী কার্যক্রমের পর পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রুপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন ডাক্তারের দল। সঙ্গে তাঁরা নিয়ে গেছেন বিভিন্ন রোগের ওষুধপত্র এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম। মূলত উত্তরপূর্বের পাহাড়ি জনপদে গিয়ে তাঁরা গরিব, আধুনিক পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষজনকে টানা সাতদিন চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন। দেশ এবং রাজ্যের নানা প্রান্তের বিশেষজ্ঞ, সাধারণ এবং শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা মায়েদের গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও পাহাড়ি এলাকার প্রসূতিদের সচেতন করবেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গুয়াহাটিতে ফিরে আসবেন ডাক্তাররা। তার পরের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি আদিংগিরিতে সেবা ভারতী জনজাতি ছাত্রাবাসের মিলনায়তনে সমাপন অনুষ্ঠানে ডাক্তাররা তাঁদের সেবা যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন।

## কেন্দ্রের কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্পে রাজ্যের ক্ষেতমজুরদের যুক্ত করার দাবি মমতার

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রের কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্পে যোগ করা হোক রাজ্যের ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের যুক্ত করার দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে বিজেপি-কে এক হাত নেন।
সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এই দাবি তুলে কারণ হিসাবে বলেন, এই রাজ্যের কৃষকদের প্রায় ৮০ শতাংশই হচ্ছেন ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী। এদের কারও ভাগেই ২ একর জমি নেই। ফলে, রাজ্যের এই বড় সংখ্যার কৃষকেরা কেন্দ্রের কৃষক সম্মাণনিধি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন না। এরা যাতে সেই সুবিধা পায় তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই দাবি তোলেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন মোদীকে আক্রমণ শানান বাংলা দখল করার ডাক দেওয়া নিয়েও। বলেন, ”এত নির্দয়, নিষ্ঠুর সরকার আমি দেখিনি। বাংলার প্রতি যেন দরদ বেড়ে গেছে। ভোট এসে গেছে। বাংলা ছাড়া কোনও কথা নেই। বাংলা প্রীতি দেখাচ্ছে। যেন বাংলাই এখন টার্গেট। আমাকে একজন বলল, নানুরে নাকি যোগী আসছে। আমার জিজ্ঞাসা যোগী কি নানুর চেনেন? স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীমায় মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বিধানসভায় বলেন, “বলছে বাংলায় নাকি শিল্প হয়নি। ৭২ হাজার ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে বাংলায়। তিন লক্ষ ২৯ হাজার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। একদম চিন্তা করবেন না, কিছুদিনের জন্য নয় বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফিরবো। ২১শে এমনভাবে জয়লাভ করবো যে বহু দিন থাকবো ক্ষমতায়। সেই জন্যই আজ ৬৯ হাজার ৪৫০কোটি টাকার ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাস করিয়েছি বিধানসভায়।’”

## মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য বিজেপি-র দুই বিধায়কের সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার দুপুরে বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া দুই বিধায়ক সুনীল সিং ও বিশ্বজিৎ দাস। এ ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
বেশ কিছুক্ষন তাঁরা কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। যদিও পরে ওঁদের কেউ কিছুই জানাননি সংবাদমাধ্যমকে। এই দুই বিধায়কের সাক্ষাৎ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আলোড়ন। অনেকেই মনে করছেন বিজেপিমুখী এই দুই বিধায়কই ফিরে আসতে চলেছেন তৃণমূলে। বিশ্বজিতবাবু এদিন সবার সামনেই নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন।
২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ১৮টি আসন জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিল বিজেপি। এরপরেই শুরু হয়ে যায় তৃণমূলের একের পর এক সাংসদ, বিধায়ক, নেতা ও মন্ত্রীদের দলবদলের পালা। সেই খেলা এখনও চলছে। উনিশে যে আঠারো আসনে বিজেপি জয়লাভ করেছিল তার মধ্যে ছিল তৃণমূলের তথাকথিত খাস তালুক হিসাবে পরিচিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর ও বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র দুটি। সেই জয়ের পরে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে চলে যান নোয়াপাড়ার বিধায়ক সুনীল সিং ও বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। দুজনই অর্জুন সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।
এদিন তাঁরাই বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে দেখা করতে যান ও তাঁর সঙ্গে একান্তে ২০মিনিট কথা বলেন। পরে সেই ঘরে মুখ্যমন্ত্রী ডেকে পাঠান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিককে। এরপরেই জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য রাজনীতিতে যে এই দুই বিধায়ক ফের ফিরে আসতে চলেছেন তৃণমূলে। যদিও পরে সুনীল জানিয়েছেন, বিজেপি থেকে তিনি ফিরছেন না। উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারের সাহায্য চাইতেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। সেই জবাবে অবশ্য জল্পনা থেমে যায়নি।

## বার্ড ফ্লু-র দাপট কমতেই ঊর্ধ্বমুখী চিকেনের দাম

কলকাতা,৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): গত বছর থেকে এখনও শহর জুড়ে বর্তমান করোনা। করোনা আবহের মাঝেই গত কয়েকদিন ধরে বার্ড ফ্লু-র দাপট বাড়ছিল শহর জুড়ে। যার জেরে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছিল চিকেনের দাম। তবে,বার্ড ফ্লু-র দাপট কমতেই সোমবার ফের শহরে ঊর্ধ্বমুখী চিকেনের দাম।
করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে বার্ড ফ্লু রাজ করছিল শহর জুড়ে। তারই মাঝে অবশেষে কমেছে বার্ড ফ্লুর দাপট। আর তাতেই দাম বাড়াল মুরগির মাংসের। সোমবার খোলাবাজারে মুরগির মাংস বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২২০ টাকায়। এক সপ্তাহ আগেও দাম ছিল ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা। মাত্র কয়েকদিনে দাম বেড়েছে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ টাকা। গত এক সপ্তাহে কেজিপ্রতি দাম বেড়েছে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ টাকা। খোলাবাজারে মুরগির কাটা মাংস বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২২০ টাকা কেজিতে। হঠাৎ দাম বাড়ায় কপালে ভাঁজ সকলের।

## করোনা আবহে ডেঙ্গু নিয়ে বাড়তি নজরদারি শুরু

কলকাতা,৮ ফেব্রুয়ারি ( হি. স.): একদিকে করোনা অন্যদিকে ডেঙ্গু দিয়ে দুয়ে মিলিয়ে নাজেহাল শহরবাসী। যত সময় বাড়ছে ততই করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে হাতছানি দিচ্ছে করোনা। আর তাই করোনা আবহে ডেঙ্গু নিয়ে বাড়তি নজরদারি শুরু সাস্থ দফতরের।
নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। তবে, এবার যাতে করোনা আবহে গ্রামাঞ্চলে জঙ্গল সাফাই থেকে শুরু করে জমা জল যাতে না থাকে তার জন্য সব সময় নজর নজর দারি চালানো হচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে।এমনকি প্রচারও চালানো হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

## এমএসপি নিয়ে আইন নেই, কৃষকদের লুট করছে ব্যবসায়ীরা : রাকেশ টিকাইত

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিয়ে পুনরায় কৃষকদের আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘‘ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে যে ভ্রম তৈরি করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল, আছে এবং থাকবে।’ প্রধানমন্ত্রীর এই আশ্বাসের পর এমএসপি প্রসঙ্গে এদিন ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের জাতীয় মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত বলেছেন, ‘আমরা কবে বলেছি এমএসপি শেষ হচ্ছে?’
আন্দোলনস্থল থেকে এদিন রাকেশ টিকাইত বলেছেন, ‘আমরা কবে বলেছি এমএসপি শেষ হচ্ছে? আমরা বলেছি এমএসপি নিয়ে আইন তৈরি করা উচিত। যদি এমন কোনও আইন তৈরি হয়, তাহলে সমগ্র দেশের কৃষকরা উপকৃত হবেন। এই মুহূর্তে, এমএসপি নিয়ে যেহেতু কোনও আইন নেই, তাই কৃষকদের লুট করছে ব্যবসায়ীরা।’ উল্লেখ্য, তিনটি কৃষি আইন নিয়ে বিগত দু’’মাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্নদাতারা।

## করোনা টিকা নেওয়া শুরু করল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা,৮ ফেব্রুয়ারি ( হি স): এখনও শহর ছেড়ে যাওয়ার নাম নেই করোনার। করোনার থেকে মুক্তি পেতে দেশের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে করোনার টিকাকরণ। স্বাস্থ্যকর্মীদের পর সোমবার করোনা টিকা নেওয়া শুরু করল কলকাতা পুলিশের।এদিন করোনা টিকা নিলেন বিদায়ী পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা।
দমকা হওয়ার মত উড়ে এসে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। এরই মাঝে করোনা আবহের হাত থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে তৎপর প্রশাসন। আর এদিন করোনা টিকা নিলেন বিদায়ী পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। তাঁর পাশাপাশি টিকা নিলেন রাজ্য পুলিশের ১০৪ জন কর্মী। এদিন কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে হয় এই টিকাকরনের কর্মসূচি।
আজ সকাল এগারোটা থেকে টিকাকরণ শুরু হয়।

## মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু-কাশ্মীর, তীব্রতা ৩.৫

শ্রীনগর, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর। সোমবার সকালে হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ প্রান্ত। জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গ থেকে ৭৩ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৪.৫৬ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরেঊ ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল ৩৪.২২ অক্ষাংশ এবং ৭৩.৬১ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩০ কিলোমিটার গভীরে। গুলমার্গ থেকে মাত্র ৭৩ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল।

## রথযাত্রায় বাধা দেওয়া নিয়ে পুলিশ-বিজেপি কর্মী হাতাহাতি, রণক্ষেত্র বেলডাঙা

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। রথযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। বিজেপির তরফে আগেই রথযাত্রার রুট নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই রাস্তায় অশান্তির আশঙ্কা করে পুলিশ। সেই কারণে অন্য রাস্তা দিয়ে রথযাত্রার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাতে কান না দিয়ে সোমবার বিজেপি নেতৃত্ব বেলডাঙা ও হরিহরপাড়া দিয়েই রথ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ তাতে বাধা দেয়। সেই সময়েই দু’পক্ষের মধ্যে অশান্তি হয়। তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, বিজেপিকে আগেই বলা হয়েছিল যে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বেলডাঙা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত রথযাত্রা করা যাবে। এছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, বাকি এলাকা গুলি মুসলিম অধ্যুষিত। ফলে উত্তেজনা ছড়ানোর সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ উপেক্ষা করেই এদিন পূর্বসূচি অনুযায়ী রথযাত্রার চেষ্টা করে বিজেপি। বচসা হয় বিজেপি কর্মী ও পুলিশের মধ্যে। দীর্ঘক্ষণ পর শান্ত হয় এলাকা।

## রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ সুব্রত বক্সির, স্বাগত জানালেন নাইডু

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত বক্সি। সোমবার সকালে বাংলায় রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন সুব্রত বক্সি। গত বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন সুব্রত বক্সি। এদিন শপথগ্রহণের পর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুকে অভ্যর্থনা জানান বক্সি এবং সদস্যদের রেজিস্টারে সই করেন। সুব্রত বক্সিকে রাজ্যসভায় স্বাগত জানিয়েছেন বেঙ্কাইয়া নাইডু। এর আগে লোকসভার সাংসদ ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত বক্সি। গত বছর ১৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত পাঁচ সাংসদের মধ্যে সুব্রত বক্সি ছিলেন অন্যতম। ওই দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের চার ও বামফ্রন্টের একজন সাংসদ নির্বাচিত হন। ফল ঘোষণার পর প্রায় এক বছর কেটে গেলেও সাংসদ হিসেবে শপথ নেননি একমাত্র সুব্রত বক্সি। তাই চলতি অধিবেশনেই রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন সুব্রত বক্সি।

## বিজেপি সরকারের জনমুখি প্রকল্পের সুবিধা সংখ্যালঘুরাও পাচ্ছেন, তাই মুসলমানদের পদ্মফুলে ভোট দেওয়ার আহ্বান ইকবালের

নিলামবাজার (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের টিকিট প্রত্যাশীরা তাঁদের জনসম্পর্ক অভিযান ততই বাড়িয়ে দিয়েছেন। বলতে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ডজনখানেক টিকিট প্রত্যাশী দক্ষিণ করিমগঞ্জের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। যেহেতু ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি, তাই দলের টিকিট প্রত্যাশীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দলের তুলনায় বেশি।
করিমগঞ্জ জেলায় বিজেপির একমাত্র সংখ্যালঘু চেহারা ইকবাল হুসেন সহ প্রবীণ বিজেপি কার্যকর্তা নীলোৎপল দাস, দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি সুশান্ত দে, শহর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিৎ রায় সহ প্রায় আধডজন বিজেপির টিকিট প্রত্যাশী মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন পেতে হলে জেলার পাঁচটি আসনের মধ্যে একটি আসন যদি তাঁদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তা-হলে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে ইকবাল হুসেনের দলীয় টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে জেলার প্রায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহের পক্ষে পড়েছিল। সেই হিসাবে জেলার অন্যান্য আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট অনুকূলে টানার লক্ষ্যে, যে কোনও একটি আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে দলীয় হাইকমান্ড। আর এক্ষেত্রে শিকে ছিঁড়তে পারে করিমগঞ্জ জেলায় দলের একমাত্র সংখ্যালঘু চেহারা ইকবাল হুসেনের।
বিজেপিতে নাম লেখানোর পর গত প্রায় তিন বছর ধরে দক্ষিণ করিমগঞ্জের মাটি অঁকড়ে পড়ে রয়েছেন ইকবাল। প্রতিদিন কেন্দ্রের কোনও না-কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসম্পর্ক অভিযান জারি রেখে চলছেন জেলার সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে জনসম্পর্ক অভিযানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরছেন তিনি। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণকে বুঝিয়ে বলছেন, কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনমনে বিজেপির প্রতি যে ভয় দেখিয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে বাস্তবে এর কোনও ভিত্তি নেই। তাই মুসলমানদের পদ্মফুলে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে সকল প্রকল্প চালু করেছে, এতে কি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই উপকৃত হচ্ছেন? অরুণোদয়, উজ্জ্বলা যোজনা, অটল অমৃত যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, কৃষক নিধি সম্মান, পিএমএওয়াই, জনধন যোজনা সহ বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের সুবিধা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও পেয়েছেন। এই সকল প্রকল্পসমূহের সুবিধা প্রদানে সরকার তো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় কিছুই দেখেনি। তা-হলে বিজেপি দল সাম্প্রদায়িক হল কীভাবে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাস নীতি নিয়ে সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে চলছে সরকার। তাই ব্যক্তিস্বার্থে নিয়োজিত দুর্নীতিগ্রস্ত বিরোধী নেতাদের কথায় কান না দিয়ে দেশ ও সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির সঙ্গে থাকতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে প্রচার করে চলছেন ইকবাল হুসেন।

## কাটিগড়ায় কংগ্রেসের টিকিট চেয়ে গুয়াহাটিতে এপিসিসি সদর দফতরে আবেদনপত্র জমা সন্দীপের

গুয়াহাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ১৫ নম্বর কাটিগড়া আসনে কংগ্রেসের মনোনয়ন চেয়ে আবেদনপত্র এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র গুয়াহাটিতে অবস্থিতি দলের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনে জমা করেছেন সন্দীপ দাস। সোমবার প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ব্রজেন কুমার সন্দিকৈয়ের হাতে দলীয় প্রার্থিত্বের প্রবল দাবিদার সন্দীপ দাস তাঁর আবেদনপত্র জমা করেছেন। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় সন্দীপের সঙ্গে ছিলেন কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বিহাড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা কংগ্রেস নেতা দেবব্রত সাহা, রত্নময় চক্রবর্তী, আব্দুস সালাম তালুকদার সহ আরও কয়েকজন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আজ প্রথমে সন্দীপ দাসকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাচনে তাঁর শুভ কামনা করেছেন সোনাইয়ের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা এনামুল হক লস্কর। উল্লেখ্য, কাটিগড়া বিধানসভা আসনে এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থিত্বের অন্যতম প্রবল দাবিদার তথা কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ দাস দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে একনিষ্ঠভাবে দলের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে আসছেন। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার ২৫টি পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি গ্রামের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন তিনি।

## ”অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল” : কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি( হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে। অন্যদিকে এদিন বেলডাঙায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা রথ আটকায় পুলিশ। আর তারপরেই ”অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল” কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।
একুশের নির্বাচনের আগেই পথে নামে বিজেপি। এদিন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা রথ আটকায় পুলিশ। যে সড়ক পথে রথযাত্রা হওয়ার কথা ছিল, সেই রুটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, এই আশঙ্কায় পুলিশ অন্য রুট ধরে রথ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব পূর্বনির্ধারিত রুট বেলডাঙ্গা এবং হরিহরপাড়া বিধানসভার উপর দিয়েই পরিবর্তন যাত্রা রথ নিয়ে যেতে চায়। এই নিয়েই বিজেপি নেতৃত্ব ও পুলিশের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধে। আর এরপরেই তৃণমূলে একহাত দিলীপ ঘোষের। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ”অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল।কৃষক বন্ধু প্রকল্পে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে টাকা দিতে আটকাচ্ছেন কেন ?’ আলুর মূল্যবৃদ্ধির কারণ বাঁকুড়ায় এক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁর”।

## অর্পিতার ফেসবুক পোস্ট ঘিরে জমে উঠেছে নেটিজেনদের বিবাদ

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): “ভারতে কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে, সে ব্যাপারে গ্রেটা থুনবার্গ এবং রিহানার কোনও ধারণা নেই। তারা কি জানে, তাদের দেশে কী হচ্ছে?”
এভাবে প্রকাশ্যেই কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন প্রাক্তন অভিনেত্রী তথা প্রসেনজিৎ-গৃহিনী অর্পিতা চ্যাটার্জি। আর এর জেরে নেটিজেনদের মধ্যে ছড়িয়েছে উত্তাপ। রবিবার বিকেলের এই পোস্টে সোমবার বেলা আড়াইটে পর্যন্ত পড়েছে ৪ হাজার ১০০ লাইক, ১ হাজার ৮০০ মন্তব্য, ২০৮টি শেয়ার। ক্রমেই বাড়ছে তর্ক-বিতর্ক। ভারতের কৃষক আন্দোলন নিয়ে এই টুইট-যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।
গত দুমাসে একাধিক ক্রীড়া এবং অভিনয় জগতের তারকা কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে টুইট করেন। যার মধ্যে দীপিকা পাড়ুকোন, তাপসী পান্নু যেমন আছেন, তেমনই আছেন সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিংহ, অলিম্পিকে দেশকে মেডেল এনে দেওয়া বীজেন্দ্র সিংরা। কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। প্রীতি জিন্টাও সমর্থনের কথা গোপন করেননি। তবে শোরগোল ফেলে দেন বিশিষ্ট হলিউড গায়িকা এবং অভিনেত্রী রিহানা। নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে তিনি লেখেন, আন্দোলনরত কৃষকদের কেন সমর্থন করবে না গোটা বিশ্ব? তবে এখানেই শেষ নয়। রিহানার টুইটের কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম মুখ গ্রেটা থুনবার্গ কৃষকদের সমর্থনে টুইট করেন। প্রসঙ্গত, এবার রিহানা ও গ্রেটার টুইটের পাল্টা জবাব দিলেন টলিউডের এই প্রথম সারির অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ভারতে কী চলছে, সে বিষয়ে কোনও ধারণা নেই রিহানা এবং গ্রেটা থুনবার্গের। ভারতে যা হচ্ছে, তার পিছনে কী কারণ রয়েছে, সে বিষয়েও কিছু জানেন না রিহানা, গ্রেটারা। এমনকী রিহানা, গ্রেটাদের নিজেদের দেশে কী চলছে, সে বিষয়েও কি তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা নেই।
উল্লেখ্য, কৃষক আন্দোলন নিয়ে এর আগেও মুখ খুলতে দেখা গেছে শ্রীলেখা মিত্রকে। কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে স্টেস্টাসও শেয়ার করেন শ্রীলেখা, আর সেই সময়ই বেসুরও অর্পিতা। তবে অর্পিতার এই স্টেস্টাস প্রকাশ্যে আসতেই নেটদুনিয়া ঘিরে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে অভিনেত্রীকে।

# হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

## পাখির মতো উড়তে নেপালে

শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে উড়াল দিয়েছিলাম সকাল সাড়ে ১১টায়। বাংলাদেশ বিমান ত্রিভুবন বিমান বন্দর স্পর্শ করে দুপুর পৌনে ২টায়। বিমান যত নামছিল ততই দেখতে পাচ্ছিলাম পুরো নেপালকে। ছবির মতো মনে হচ্ছিল সব কিছু।ছয়দিন নেপাল ছিলাম। বারবারই মনে হয়েছে ছোট্ট, অসাধারণ, কিন্তু ছিমছাম খুব সুন্দর।কথা ছিল অনার্সে ভালো রেজাল্ট করলে দেশের বাইরে ঘুরতে যেতে দেবে। তবে অনার্সের রেজাল্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সব মিলে ভুলে বসেছিলাম নেপাল ভ্রমণের কথা। এ বছরের মে মাসে কথায় কথায় মা নিজেই আমার নেপাল ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দিলেন। শর্ত একটাই ছোটবোন হাসবুন তালুকদার বুশরাকেও সঙ্গে নিতে হবে। একদিন টিকিট কাটা হল, তারপর উড়াল।ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ‘অন-অ্যারাইভাল’ ভিসাসহ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ হয় ২০ মিনিটে। তারপর কাঠমান্ডু গেস্ট হাউজের গাড়িতে চেপে চলে আসি থামেল’য়ে। এখানেই গেস্ট হাউজের অবস্থান।কাঠমান্ডুর থামেল দারুণ জমজমাট এলাকা। বাজার, দোকান, ইন্টারনেট ক্যাফে, এটিএম, রেস্তোরাঁ- কি নেই এখানে। পরদিন পোখরা যাওয়ার পরিকল্পনা করে ব্যাকপ্যাক হোটেল কক্ষে রেখে থামেলের আশপাশটা ঘুরে দেখতে বের হই।সেটা এই মাসের ১১ তারিখের কথা। পরদিন ১২ জুন সকালে গেস্ট হাউজের গাড়ি আমাদের বিমান বন্দর পৌঁছে দেয়। এবার আমি আর বুশরা পোখরার উদ্দেশ্যে উড়াল দেই।পোখরার গল্প কত শুনেছি। এবার নিজেই পোখরা দেখলাম। নিরিবিলি ও চমৎকার শহর। আর পোখরায় ‘প্যারাগ্লাইডিং’য়ের গল্পতো সবার মুখে মুখে।আমরাও পোখরা এসেছি প্যারাগ্লাইডিং’য়ের উদ্দেশ্যে। পোখরা আমরা দুইদিন ছিলাম। পোখরার পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, বিশাল সব ঝাউবন আর চিকন সড়ক অসাধারণ। প্রথমদিন আমাদের কেটেছে এভারেস্ট মিউজিয়াম, ডেভিড ফলস, গুপ্তেস্বর মহাদেব গুহা আর বুদ্ধাস্তুপ দেখে।তবে বুশরা অলসতায় বুদ্ধাস্তুপের চারশ সিঁড়ি পাড়ি দিতে পারিনি এই মনোকষ্ট পোড়াবে অনেকদিন। ঠিক একইভাবে পরদিন ভোরে ‘মাচ্ছেপুছরে’ বা ‘ফিশটেইল’ থেকে সূর্যোদয় দেখার আনন্দ আমৃত্যু আমাদের উচ্ছ্বাসে ভাসাবে।রাতের খাবার সে রাতে হোটেলের ‘ওয়াটার ফ্রন্টে’ সেরে চট জলদি ঘুমাতে যাই। হোটেল বয় আমাদের ভোর চারটায় জাগিয়ে দিল। আমরা ঠিক আধা ঘণ্টায় সারাঙ্গকোট চলে আসি। এখানে ‘মাচ্ছেপুছরে’ পাহাড় থেকে অস্থির সূর্যোদয় দেখার স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে।এবার প্যারাগ্লাইডিং। সকাল সাড়ে ৯টা, ১১টা ও দুপুর ২টা প্যারাগ্লাইডিং’য়ের সময়। সূর্যোদয় দেখে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সকাল দশটায় হই প্যারাগ্লাইডিং জন্য। বুশরাতো শুরতেই বমি করে বসে, সে বমি তার আকাশে উড়েও থামেনি। আর আমার কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।যখন আকাশে উড়লাম তখন কেমন নেশায় পেয়ে বসল। মেঘেদের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। হিমালয়, অন্নপূর্না মাউন্টেন রেঞ্জ সব উড়ে উড়ে দেখছিলাম। নিচে নামার ইচ্ছে ছিল না একদম। তবে এক সময় নামতে হয়, নেমে আসি আকাশে ওড়ার আনন্দ নিয়ে।দুদিন পোখরায় থেকে আবার কাঠমান্ডু গেস্ট হাউজের পুরানো আস্তানায় চলে আসি। সেদিন আমরা থামেলের আশপাশে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াই। পরদিন ঘুরে বেড়াই কাঠমান্ডুর আশপাশে।শুরুতেই চলে যাই গৌরিঘাট। এখানে পশুবতি মন্দির দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বেশি ভালোলেগেছিল এখানে বসানো পিতলের তৈরি ‘নাদিয়া’ নামের গরুটি। মন্দির ঘুরে দেখি। সেখান থেকে আমাদের গন্তব্য নাগরকোট। তারপর ভক্তপুর।এখানকার রাজবাড়ি, দরবার স্কয়ার, পুরানো দালানকোঠা অতীতে টেনে নিয়ে যায়। বিশাল সব পাথরের মূর্তি অসাধারণ।এরপর পাটান দরবার স্কয়ার। যার পুরোটাই দেখতে অনেকটা ভক্তপুর স্কয়ারের মতোই। তার সয়াম্ভুনাথ স্তুপ। থামেল ফিরে আসি বিকেল চারটায়। সেই বিকেলে হোটেলে আল-মদীনাতে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার কাঠমান্ডু গেস্ট হাউজে আশ্রয় নেই!এবার আমাদের বিদায়ের পালা। আমরা ‘প্যারাগ্লাইডিং’য়ে যেমন পাখির মতো উড়ে বেড়িয়েছি। তেমনি নেপালের ছয় দিনের সময়টুকু ছিল আমাদের জন্য পাখির মতো ঘুরে বেড়ানোর।ত্রিভুবন বিমান বন্দর থেকে বের হয়েই থাকার জন্য মোটামুটি মানের হোটেল পাওয়া যায়। অন্যতম এভারেস্ট ভিউ এবং হোটেল হিমালয়। খরচ প্রতি রাত ৮শ’ থেকে ১ হাজার ভারতীয় রুপি।থামেলে কাঠমান্ডু গেস্ট হাউস বেশ ভালো। পাশাপাশি আরও অনেক হোটেল আছে। খরচ ২ হাজার ৫শ’ থেকে ৫ হাজার ভারতীয় রূপি।ডলারের মূল্য যাই থাকুক দর কষাকষি করে রেট বাগানো যায়। সাধারণত এক ডলার সমান ১০১ রুপিয়া নেপালি টাকায়।আমরা কাঠমান্ডু থেকে বিমানে পোখরা গিয়েছিলাম। চাইলে গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যায়। ভাড়া ৭ হাজার থেকে ১২ হাজার নেপালি রুপিয়া। পোখারায় অনেক হোটেল। পছন্দ মতো একটায় উঠে যান। ফ্লাইট খরচ ৫০ ডলার প্রতিজন।প্যারাগ্লাইডিং’য়ের সময় সকাল ৯টা, সকাল ১১টা ও দুপুর ১টা। খরচ প্রতিজন ১২ হাজার নেপালি রুপি। যা কিনা মে মাস পর্যন্ত ৫ হাজার নেপালি রুপি ছিল। কেউ ভারতীয় রুপি দিতে চাইলে প্যারাগ্লাইডিং’য়ের খরচ পড়বে ৭ হাজার ভারতীয় রুপি। এখনই নেপাল বেড়ানোর মোক্ষম সময়। যদিও সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি সময়টুকু নেপালিরা মনে করে বেড়ানোর পিক সিজন। তবে ঠাণ্ডা থাকে অতিরিক্ত। আমাদের জন্য এই সময়ই ভালো।

## প্রাতঃভ্রমণে বের হতে চাইলে

এই মহামারীর সময়ে সকালে হাঁটতে বের হলে নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা।দেশে ও দেশের বাইরের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন শিথিল হয়েছে। মানুষ ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে।তারই প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন উদ্যান কিংবা আবাসিক এলাকার পথে হাঁটতে কিংবা ‘জগিং’ করতে বের হচ্ছেন অনেকেই। তবে আতঙ্কের বিষয় হল, করোনাভাইরাস শিথিল হয়নি সামান্যতম।এই পরিস্থিতিতে হাঁটতে গিয়ে কী সতর্কতা নিতে হবে সেটাই জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে।স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত মানুষগুলোর জন্য হাঁটাহাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই ঘরে কিংবা বাসার ছাদে হাঁটাছেন। তবে সবার সেই সুযোগ নেই। তাই এই মানুষগুলো যদি বাইরে হাঁটতে যান তাদের বাড়তি সাবধানতা নিশ্চিত করতে হবে।

## রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় যেসব খাবার

বিশেষ কিছু নয়, নিত্য দিনের খাদ্যাভ্যাসেই রয়েছে এসব খাবার।সাধারণত পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ‘ডিপ ভেইন থ্রমবোসিস’ বা ‘ডিভিটি’।রক্ত ঘন হয়ে জমাটা বাঁধা শুধু আক্রান্ত স্থানেই রক্তসঞ্চালনে বাধা দেয় না বরং এই জমাট রক্ত হঠাৎ ছুটে গিয়ে চলে যেতে পারে হৃদপিণ্ডে বা ফুসফুসে। ফলাফল মৃত্যু।যারা অনেক্ষণ বসে থেকে কাজ করেন, কিংবা কোথাও ভ্রমণ করতে গিয়ে প্লেনে বা বাসে অনেক্ষণ বসে থাকতে হয় তাদের এই ধরনের সমস্যা বেশি হয়। আর এই সমস্যা দূর করা অন্যতম উপায় হতে পারে খাদ্যাভ্যাসে কিছু খাবারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।পানি: রক্ত জমাট বাঁধার অন্যতম কারণ হল পানির স্বল্পতা। পানির অভাবে রক্ত ঘন হয়ে যায় ও জমাট বাঁধে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনিক ছয় থেকে আট গ্লাস পানি পান করা উচিত। খাবারে মসলার ব্যবহার: রক্ত জমাট বাঁধা থেকে রক্ষা পেতে খাবারে মসলা যেমন- রসুন যোগ করুন। প্রাচীন মিশরে ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। রসুন কড়া স্বাদ ও গন্ধযুক্ত। এটা রক্ত পাতলা করতে সহায়তা করে।রসুন ছাড়াও ‘স্যালিসাইলেটস’ সমৃদ্ধ কারি-পাতা, হলুদ, গোলমরিচ, পাপ্রিকা, যষ্টিমধু, পুদিনা ও আদা ইত্যাদি রক্ত পালতা করতে সাহায্য করে।খাঁটি ভার্জিন অলিভ অয়েল: যেকোনো ভোজ্য তেলের মধ্যে জলপাইয়ের তেল সার্বিকভাবে হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা থেকে বাঁচতেও এটা কার্যকর।দ্যা অ্যামেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন থেকে জানা যায়, ভার্জিন জলপাইয়ের তেলের ‘ফেনল’ নামক উপাদান রক্ত জমাট বাঁধায় এমন উপাদান কমাতে সহায়তা করে।রান্নায় জলপাইয়ের তেল সহজেই ব্যবহার করা। তবে রক্ত জমাট বাঁধা এড়াতে জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে রসুন বা অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে সালাদ পরিবেশন করতে ব্যবহার করতে পারেন।বাদাম ও শস্য: বাদাম ও শস্য ভিটামিন ই সমৃদ্ধ যা রক্ত পাতলা করতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন ই খাওয়া কেবল প্রথমবার রক্ত জমাট বাঁধা থেকে বিরত রাখে না বরং যাদের এই সমস্যা আগে দেখা দিয়েছে তাদের পুনরায় রক্ত জমাট বাঁধা থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। আখরোট, কাঠ-বাদাম, ওটস, গম ও ডাল-জাতীয় খাবার ভিটামিন এ সমৃদ্ধ।মাছ ও তিসি: ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার রক্ত জমাট বাঁধা ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। গবেষণায় দেখা যায়, ১.৮ গ্রাম ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড খাবারে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা রক্ত প্রবাহ উন্নত করে এবং ধমনীর পুরুত্ব কমাতে সহায়তা করে।ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ মাছ যেমন- স্যামন, হেরিং, ম্যাকারেল, ট্রাউট ইত্যাদি। দেশি মাছের মধ্যে রয়েছে পাঙ্গাস, কাতলা বা ইলিশ মাছ। তিসি ও সূর্যমুখীর বীজ ওমেগা-থ্রি’র ভালো উৎস।

## ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে উপায়

বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হলো পরস্পর থেকে ছয় ফিট দূরত্ব রাখা। তবে দৌড়ানো, সাইকেল চালানো কিংবা যে কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকাকালে মানুষের মুখনিঃসৃত লালাকণা আরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে বাতাসে ভেসে। এক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘আনসিস’ ‘স্টিমুলশন’য়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দাবি করেছে, যদি একজন মানুষ ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার গতিতে হাঁটে তবে তার মুখনিঃসৃত লালাকণা তাদের পেছনে ১৬ ফিট বা পাঁচ মিটার পর্যন্ত ছড়াতে পারে। এই পরীক্ষায় পরিবেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন- বাতাস, আর্দতা ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়নি। আর পুরো পরীক্ষাটিতে মানুষের অংশগ্রহণ ছিলনা, পুরোটাই যান্ত্রিক।তবে তারপরও বুদ্ধিমানের কাজ হবে দৌঁড়ানো কিংবা হাঁটাহাঁটির সময় অন্যদের থেকে ১২ থেকে ২০ ফিট দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা।

আশপাশে নজর রাখা

স্বাভাবিক সময়ে কানে হেডফোন গুঁজে দিন দুনিয়া ভুলে ‘জগিং’ করতেন হয়ত। তবে এখন তা সম্ভব নয়। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে কে আসছে আপনার দিকে, আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন সেদিকে। চারপাশ থেকে আসা মানুষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্যই কে আসছে দেখে আপনি কোনদিকে যাবেন সেই পরিকল্পনা করতে হবে। যে পথে জন-সমাগম কম সেই পথ বেছে নিতে হবে। সময়টাও বেছে নিতে হবে এমন যখন রাস্তায় মানুষ কম। আবার রাতের বেলা নিরিবিলি রাস্তায় হাঁটতে গেলে দূর্ঘটনার কথাও মাথায় রাখতে হবে। এসময় দামি কিছু সঙ্গে না রাখাই ভালো।

মাস্ক পরা আর না পরা

হৃদযন্ত্রের কাজের চাপ যখন বেড়ে যায় তখন তার অক্সিজেনের চাহিদাও বেড়ে যায়। যেহেতু শারীরিক পরিশ্রমের কারণে হৃদযন্ত্রের ওপর ধকল বাড়ে তাই এসময় মুখে মাস্ক পরা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মাস্ক শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করে।

ভীড়ের মধ্যে হাঁটা যাবেনা

হাঁটা, দৌড়ানোর সময় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, মুখে মাস্কও থাকছে না। তাই এমন সময় ভীড় এড়ানো আপনার অবশ্য কর্তব্য। সামনে থেকে যদি অন্য কাউকে দৌড়ে আসতে দেখেন এবং তার ১২ থেকে ২০ ফিট দূরে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে নিজে থেমে গিয়ে মুখে কিছুক্ষণের জন্য মাস্ক পরে নিতে পারেন।

হাত সামলে

বাইরে হাঁটতে গিয়ে চেষ্টা করবেন বাইরের কোনো কিছু স্পর্শ না করার। পার্কের গেট, লিফটের সুইচ, গাছ, বেঞ্চ কোনোকিছুই স্পর্শ করা চলবে না। সঙ্গে সবসময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে। যাতে কোনোকিছু স্পর্শ করেই ফেললে তৎক্ষণাত হাত জীবাণুমুক্ত করে ফেলতে পারেন।

শরীরে ওপর ধকল কমানো

যত দিনের অভিজ্ঞ দৌড়বিদই হন না কেনো, এখন নিজের ক্ষমতা প্রদর্শণ করার সময় নয়। শরীরের ওপর, হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ কম রাখা ভালো। মধ্যম গতিতে দৌড়াতে হবে। রাস্তায় ভীড় থাকলে, সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হলে দৌড়ানোর পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে।

ছয় ফিট দূরত্ব আন্দাজ করার উপায়

চলার পথে ঠিক কতটুকু দূরত্ব ছয় ফিট তার আন্দাজ রাখা খুব একটা সহজ নয় সবার জন্য।করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। তাই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়াই ভালো। আর বের যদি হতেই হয় তবে অন্য মানুষ থেকে অন্তত ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পরতে হবে মাস্ক, সঙ্গে থাকতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার।মাস্ক আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো ঠিক আছে। তবে চলার পথে ঠিক কতটুকু দূরত্ব ছয় ফিট তার আন্দাজ রাখা খুব একটা সহজ নয় সবার জন্য।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো কীভাবে এই ছয় ফিটের আন্দাজ করবেন সে সম্পর্কে।

ছয় ফিট দূরত্বের কারণ

করোনাভাইরাস ছড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত লালাকণার সঙ্গে, যা বেরিয়ে আসে ওই ব্যক্তির কথা, কাশি কিংবা হাঁচির সঙ্গে। এই লালাকণা মাটিতে থিতু হওয়ার আগে গড়ে ছয় ফিট বা প্রায় ১.৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে বাতাসে ভেসে থাকা অবস্থায়। আর ওই সময় কোনো সুস্থ ব্যক্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেসে থাকা করোনাভাইরাস তার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এই সম্ভাবনা কমাতেই ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

কতটুকু দূরত্ব ছয় ফিট

ছয় ফিট লম্বা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সবসময় বাস্তবমুখী নয়। আবার চলার পথে সবসময় এই দূরত্বের পরিমাণ আন্দাজে রাখাও কঠিন। এক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুর সঙ্গে ছয় ফিটের তুলনা করে আন্দাজ বজায় রাখা।তিন আসনের সোফা: প্রায় সব ঘরেই এক সেট সোফা থাকে। প্রতিদিন এই আসবাব ব্যবহার করতে গিয়ে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে একটা ধারণা আপনার হয়েই যায়।

## ঘরে থেকে কাজ করেও ত্বকের ক্ষতি

বৈদ্যুতিক পর্দার আলো অজান্তেই হয়ত ত্বকের বারোটা বাজাচ্ছে।লকডাউনের সময়ে যারা ঘরে থেকে অফিসের কাজ করছেন তারা হয়ত ভাবছেন অন্তত সূর্যের আলোর ক্ষতিকর রশ্মি থেকে নিরাপদে আছেন।তবে ধারণাটা ঠিক নয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি যেমন ক্ষতিকর তেমনি মোবাইল, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ- এই ধরনের যন্ত্রের বৈদ্যুতিক পর্দার ‘ব্লু রে’ বা নীল রশ্মিও ত্বকে প্রভাব ফেলে।এই ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের চর্মরোগবিশেষজ্ঞ ও ‘হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন’ ডা. বিএল জানগিদ বলেন, ‘‘সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পর্দার নীল আলো মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে এর অতিরিক্ত সংস্পর্শে আসলে। এই নীল আলো ত্বকে বিভিন্ন দাগ সৃষ্টি করে, বয়সের ছাপ গাঢ় করে, ব্রণ বাড়ায় এবং ‘পিগমেন্টেইশন’য়ের মাধ্যমে ত্বকের রং গাঢ় করে।’’‘‘মানসিক সমস্যা ও অনিদ্রার পেছনেও এই নীল আলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।’’ফলে যে মোবাইল নিয়ে প্রতিদিন ঘুমাতে যান সেটাই আপনার চেহারার লাবণ্য কেড়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর ঘুম না আসলে যদি মোবাইলে সময় কাটান তবে ঘুমের সমস্যা আরও বাড়বে, যতই অবসাদ থাকুক না কেনো ঘুম আসবে না।মুখের ত্বককে সবচাইতে বেশি সংবেদনশীল হিসেবে ধরা হয়। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে কিংবা বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বের হওয়া ওই নীল আলো চেহারায় লম্বা সময় পড়লে ‘পিগমেন্টেইশন’ দ্রুততর হয়, ত্বক তার দ্যুতি হারায়।নীল আলো থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে এই চিকিৎসকের পরামর্শ হল সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। এমনকি ঘরে থাকলেও।তিনি বলেন, ‘‘প্রতি তিন ঘণ্টা পর পর সানস্ক্রিন ধুয়ে নতুন করে প্রয়োগ করতে হবে। ঠোঁটকে সুরক্ষিত রাখতে ‘এসপিএফ’ আছে এমন ‘লিপবাম’ ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক ময়েশ্চারাইজিং করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ঘরের বাইরে গেলে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয় এমন রোদচশমা ব্যবহার করতে হবে। আর সবচাইতে উপকারী হবে যদি বৈদ্যুতিক পর্দার সামনে সময় কাটানোর মাত্রা কমাতে পারেন।’’‘‘মোবাইল সবসময় ‘নাইট মোড’য়ে রাখতে পারেন, এই ‘মোড’ মোবাইলের নীলচে আলোর পরিবর্তে হলদে আলো বিচ্ছুরণ করে। এই আলো চোখের জন্য নরম, ত্বকের জন্যও ভালো।’’এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি-যুক্ত ফল ও সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

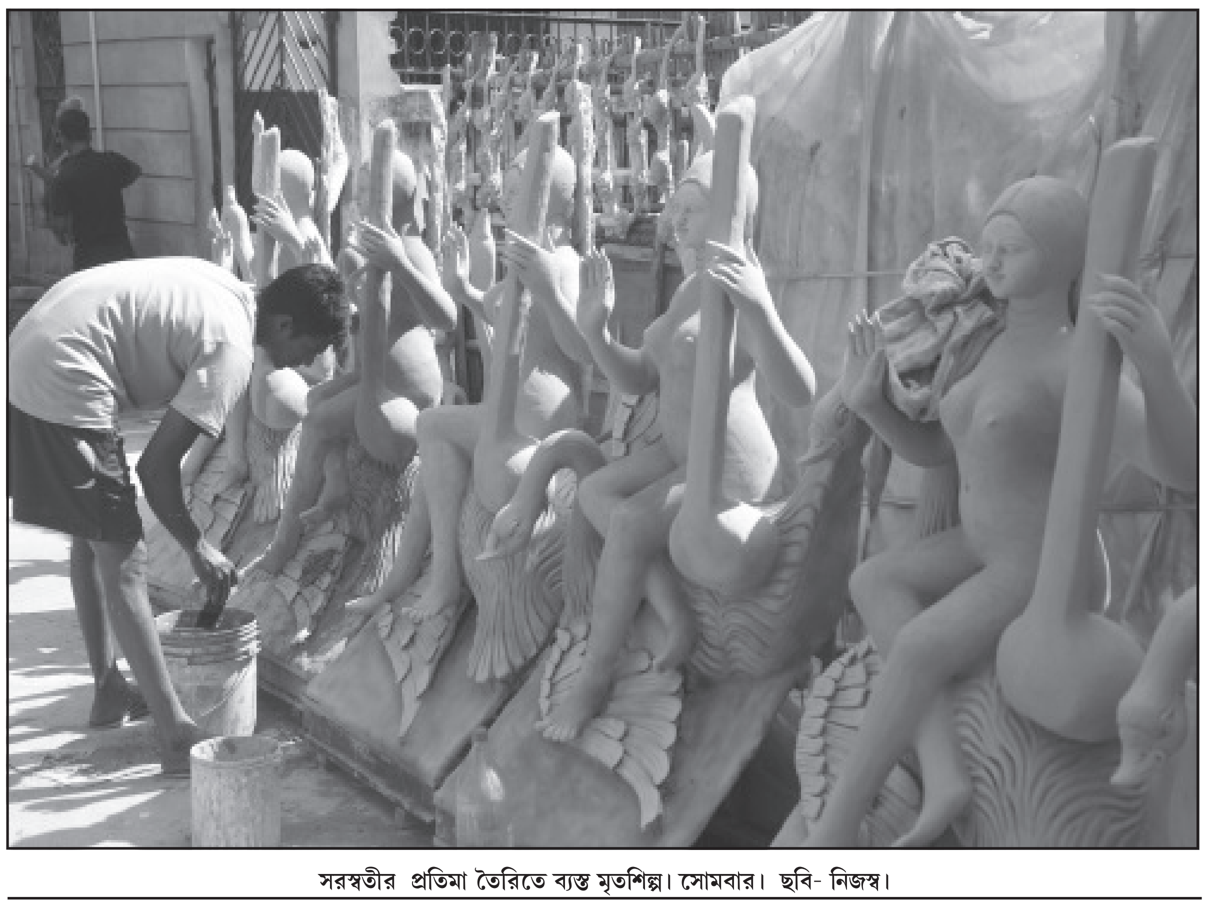

সরস্বতীর প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃতশিল্প। সোমবার। ছবি- নিজস্ব।

# দেশের ঐতিহ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফজরের আজানে দিনের শুরু, আর শঙ্খধ্বনীর মাধ্যমে দিনের শেষ হয়। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার এটাই হচ্ছে প্রকৃত উদাহরণ। উত্তর করিমগঞ্জের হিজিম দরবার শরিফে অনুষ্ঠিত প্রয়াত শাহ সুফি সৈয়দ মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের ইছালে ছওয়াব মহফিলে উপস্থিত হয়ে এই মন্তব্য করেন বিধায়ক কংগ্রেস নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ আরও বলেন, ক্ষমতার পালা বদলে বর্তমান সময়ে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ চরম হুমকির মুখে। দেশের ঐতিহ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সকলকে সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রতি বছরের মতো এবারও মহাসমারোহে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দের অংশগ্রহণে উত্তর করিমগঞ্জ হিজিম দরবার শরিফে সম্পন্ন হয় প্রয়াত শাহ সুফি সৈয়দ মওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের ইছালে ছওয়াব মহফিল। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানের করণীয় ও কোরান সুন্নাহের আলোকে ইসলামিক সমাজ ব্যবসা এবং ওলি-আউলিয়াদের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন বিভিন্ন আলেম-উলামারা। উপসিত ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও। বিশ্বশান্তি কামনায় মহফিলের আখেরি মোনাজাত করেন মওলানা সৈয়দ মিসবাহুর রহমান।

বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত শাহসুফি সৈয়দ আব্দুর রহমান সাহেবের ধারাবাহিক ইছালে ছওয়াব মহফিল বেশ সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। মওলানা সৈয়দ হুছাইন আহমদের পৌরোহিত্যে মহফিলে প্রখ্যাত সুন্নি আলেম-উলামারা বক্তব্য পেশ করেন। উলামাদের ভাষ্যে উঠে আসে এ-দেশে মুসলমানরা ওলি-আউলিয়াদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইসলামিক সুফি-সন্তদের আধ্যাত্মিকতা এ-দেশে মুসলমানদের কদর বাড়িয়েছে। এ-দেশে প্রথম অবসায় শাহেনশাহ খাজা মইনউদ্দিন চিস্ত আজমিরি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আউলিয়াদের আধ্যাত্মিকতা ক্রমান্নয়ে দেশব্যাপী ইসলাম ধর্ম প্রচার লাভ করে।

আজকের মহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন ত্রিপুরার মওলানা আল নুমান, মওলানা আলতাফ হুসেন, মওলানা ফখরুল ইসলাম, মুফতি আরশাদ হুসেন, শাহ সুফি হাজি মবরুর হুসেন, মওলানা এনামুল হক প্রমুখ। অতিথি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মহফিলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী, আইনজীবী সেলিম আহমদ, শিক্ষক সৈয়দ কুবাদ আহমদ প্রমুখ।

# সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হেমতাবাদের বিজেপি বিধায়কের মৃত্যু তদন্তের আর্জি

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হেমতাবাদের বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

এদিন রাজ্যের তরফের আইনজীবি সিদ্ধার্থ লুথ্রা সুপ্রিম কোর্টকে জানান ইতিমধ্যেই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন রয়েছে। ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার হাইকোর্টে একটি আবেদন জারি করেছে। এছাড়া দেবেন্দ্র নাথ রায়ের ময়না তদন্তের একতি ভিডিও প্রমাণ হিসেবে তুলে দেওয়া হয় আদালতের কাছে। গতবছরই বিধায়কের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। যদিও বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরই এদিন হাইকোর্টের বিচারাধীন মামলায় হস্তক্ষেপ করতে না চেয়ে এমনই বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২০১৯ সালে ১৩ জুলাই হেমতাবাদে বন্ধ দোকানের সামনে থেকে উদ্ধার হয় দেবেন্দ্রনাথের হাঁত-পা বাঁধা ঝুলন্ত দেহ। এরপরেই ঘটনাটি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজ্য রাজনীতিতে। তোলপার হয় অধিবেশন। যদিও প্রথম থেকেই এই আত্মহত্যা বলে দাবি করে আসে তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলের এই দাবি কখনই মেনে নিতে পারেনি গেরুয়া শিবির। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর তদন্তে চার্জশিট তৈরি করে হাইকোর্টে জমা দিয়েছে সিআইডি। তারপরেই সিআইডির পেশ করা চার্জশিটের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি।

# নাড্ডা ঝাড়গ্রাম সফরের আগে বিজেপির প্রস্তুতি তুঙ্গে

ঝাড়গ্রাম, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়ে আসার আগে বিজেপি কর্মীদের প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। লালগড় থেকে পরিবর্তান রথ যাত্রা উদ্বোধন এবং জন সভা করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। বাম জমানায় এই লালগড় থেকেই শুরু হয়েছিল আন্দোলন ।যা কিনা ছড়িয়ে পড়েছিল জঙ্গলমহল জুড়ে ।রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর রাজ্যের পাশাপাশি জঙ্গলমহল জুড়ে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে ।কলেজ,সেতু,রাস্তা ঘাট,নার্সিং ট্রেনিং কলেজ,আটিআই ,রাস্তা ঘাট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেখা গিয়েছে ।এবার সেই লালগড় থেকেই বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সভা করবেন এবং পরিবর্তান রথ যাত্রার উদ্বোধন করতে আসছেন। বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতির সভা ঘিরে গত দু দিন ধরে লালগড়ে রাজ্যেবিজেপির নেতৃত্ব এবং ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির নেতৃত্ব তৎপর থেকেছেন ।মাঠ পরিদর্শন সহ সভায় লোকজন কিভাবে আসবে,কত বাস আসবে ,ভলেন্টিয়ার কত জন থাকবে সেই সব কিছু নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বারে বারে মিটিংএ মিলিত হয়েছে ।এদিন সোমবারও রাজ্য বিজেপির সহভাপতি রাজু ব্যানার্জী, সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং,ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি,জেলা সাধারণ সম্পাদক অবনী ঘোষ সহ বিজেপির বিভিন্ন সাংসদ ও নেতৃত্ব লালগড় ভিলেজ মাঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে লালগড়ে বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ হেলিকপ্টারে নামবেন দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ।সেখানে প্রথমে সভা করবেন ।তার পর পরিবর্তন রথ যাত্রার সুচনা করবেন ।রথ যাত্রার সাথে উনি বেশ কিছুটা পথ যাবেন বলে জানা গিয়েছে ।সেই রথ লালগড় থেকে দহিজুড়ি হয়ে ঝাড়গ্রামে আসবে ।রাতে রথ ঝাড়গ্রামে থাকবে ।পরদিন তথা দশ ফেব্রুয়ারী রথ যাত্রা হবে বিনপুর বিধানসভা এবং গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গোপীবল্লভপুরে থাকবে ।এগারো ফেব্রুয়ারী নয়াগ্রাম বিধানসভায় গিয়ে পরিবর্তন রথ যাত্রা শেষ হবে।

লালগড়ে বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভার জন্য মোট দুটি মঞ্চ করা হয়েছে ।মূল মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ জেলা এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ন নেতৃত্ব ।পাশে আরেকটি মঞ্চ থাকবে সেখানে রাজ্যের অন্যান্য নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্ব থাকবেন বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে ।লালগড়ের এই সভায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাবেশ করা হবে বলে নেতৃত্ব জানিয়েছে ।ঝাড়গ্রাম জেলা সহ অন্যান্য জেলা থেকে প্রায় আড়াইশো বাস এবং ছোট গাড়ি করে সমর্থরা আসবে ।আর এই পুরো সভা এবং জনসমাগমকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য পাঁচশো ভলেন্টিয়ার থাকবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সভায় উপস্থিত থাকার কথা কৈলাশ বিজয়বর্গিয়, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু আধিকারীদের ।ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি বলেন “ লালগড়ে সাড়ে তিনটার সময় সর্ব ভারতী সভাপতি জেপি নাড্ডা আসবেন ।সভাপ পর পরিবর্তন রথ যাত্রার সুচনা করবেন ।”

# কয়লা পাচার কাণ্ডে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, ফের হাই কোর্টে সিবিআই

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে কয়লা ও গরু পাচার মামলায় দ্রুত তদন্ত করছে সিবিআই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ নিয়ে রীতিমত সরগরম রাজ্যের রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে কয়লা পাচার কাণ্ডে ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই।

কয়েকদিন আগে কয়লা পাচার কাণ্ডে রাজ্যের সহযোগিতা নিয়ে তল্লাশি চালাতে হবে বলে সিবিআইকে রায় দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। আর এতেই আপত্তি জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির। সোমবার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ডিভিশন বেঞ্চে তাদের অনুকূলেই গিয়েছে রায়। ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের আবেদন তালিকাভুক্ত করে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এন রাধাকৃষ্ণণের কাছে পাঠানো হয়েছে।

কয়লা পাচার মামলায় অনুপ মাঝি ওরফে লালার নামে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। এই মামলায় সিবিআইয়ের তদন্ত করার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে অভিযুক্ত। কয়েকদিন আগেই হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে ওই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করেন লালা। দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে লালার করা মামলা খারিজ করে দেয় আদালত। সিবিআইয়ের এফআইআরের বিরুদ্ধে কোনও হস্তক্ষেপ না করার পাশাপাশি, আইন অনুযায়ী সিবিআই তার তদন্ত চালাতে পারবে বলেও স্পষ্ট জানান হাই কোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। তবে নির্দেশ দেন, রেলের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা ছাড়া এই মামলায় তল্লাশি চালাতে গেলে রাজ্যের সহযোগিতা নিতে হবে। এমনকী, যৌথভাবে তল্লাশি চালানোর কথাও কলকাতা হাই কোর্ট তার নির্দেশে জানিয়েছিল বলে খবর। আর তাতেই আপত্তি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির।

সূত্রের খবর, সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের পরই আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থাটির দাবি, কয়লা পাচারের সঙ্গে গরু পাচারের মামলার যোগ রয়েছে। দেশের একাধিক রাজ্যে ও বাংলাদেশে এই চক্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে আইন অনুযায়ী এই মামলায় তদন্ত চালাতে গেলে রাজ্যের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

## বিজেপি সাংসদকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : “জল চাই, জল দাও। ভাঁওতাবাজ বিজেপি জবাব দাও।”” সোমবার এই শ্লোগানে সরব হন জঙ্গলমহলের একাংশের বাসিন্দারা। বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির এক সাংসদ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি প্রার্থী কুনার হেমব্রম কথা দিয়েছিলেন তিনি ভোটে জিতলে এলাকায় পানীয় জলের প্রকল্প গড়ে দেবেন। ভোট হয়ে গিয়েছে ২ বছর আগে। অভিযোগ, ভোটে জেতার পর থেকে শিলদায় না দেখা মেলে ঝাড়গ্রামের বিজেপি সাংসদ কুমার হেমব্রমের। হয়নি পানীয় জলের প্রকল্পও। তাই এদিন সকাল থেকেই শিলদা এলাকার মানুষেরা শুরু করেন বিক্ষোভ, ”জল চাই, জল দাও। ভাঁওতাবাজ বিজেপি জবাব দাও।” সেই ঘটনার জেরে বেলার দিকে ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভে আটকে পড়লেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো।

## বোকাখাতের গেলেকিতে গণ্ডারের হামলায় জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু

বোকাখাত (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার বোকাখাত মহকুমার অন্তর্গত গেলেকিতে গণ্ডারের হামলায় জনৈক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে বড়ো ওরাং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনা আজ সোমবার সকালে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কাজিরঙার গেলেকি এলাকার গোসাঁনিবরের বাসিন্দা বড়ো ওরাং নামের ব্যক্তি প্রতিদিনের মতো আজ সকালে মাঠে তাঁর গরু চড়াতে যাচ্ছিলেন। সে সময় একটি গণ্ডার এসে বড়োর ওপর হামলা চালায়। বড়োকে মেরে গণ্ডারটি কাদায় ভরা গহ্বরে ফেলে চলে যায়। ঘটনা দেখে প্রত্যদর্শীরা স্থানীয় বন দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে ওয়াইল্ড লাইফ ডিএফও রমেশ কুমার গগৈ ঘটনাস্থলে যান। যায় পুলিশও।

ইত্যবসরে বড়ো ওরাঙের মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। কিন্তু ডিওএফকে সামনে পেয়ে উত্তেজিত জনতা তাঁকে ঘেরাও করেন। তবে ডিএফও রমেশ কুমার গগৈ উত্তেজিত জনতার সঙ্গে কথা বলে কোনও রকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। পরে বড়ো ওরাঙের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পুলিশ গোলাঘাট অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

## ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র’ আলোচনা কলকাতার প্রেস ক্লাবে

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভাষা আমাদের রাষ্ট্রীয় বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। সোমবার এই সুরটাই ভেসে উঠল চলচ্চিত্র নিয়ে দুই বাংলার সুধীজনের আলোচনায়।

অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখার্জী বলেন, তৃতীয়বারের মতো যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে যেখানে দেখে মনেই হয় না আলাদা করে অন্য কোনও দেশের চলচ্চিত্র দেখছি। আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলাদেশ আলাদা দেশ হলেও অন্তত পশ্চিমবাংলা বাসীর কাছে বাংলাদেশের ছবি দেখার জন্য কোনও সাব টাইটেলের প্রয়োজন হয় না। কারন আমরা ছোটবেলা থেকেই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছি। আমি একাধিকবার শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য চলচ্চিত্র বানাবার কথা ভাবলেও কোনও দৈবিক কারনে তা হয়ে ওঠেনি। তবে এবার আমি হুমায়ুন আহমেদের গল্প নিয়ে কাজ শুরু করার একটা পরিকল্পনা করেছি।

ভাষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার এদিন আলোচনায় বলেন, আমি চুরাশি বছর বয়স পার করেছি। এতগুলো বছরেও আমি খুব একটা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই, তবে আমি যৌবনে কিছু সিনেমা দেখতাম। আমি বেশি পরিচিত বাংলা নাটকের সাথে। এখনও বাংলাদেশে গেলে সেখানকার নাটক দেখি। তবে চলচ্চিত্র না দেখলেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের খবর রাখি। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক উন্নত মানের সিনেমা তৈরি হচ্ছে, বিশ্বের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মান ও গুরুত্ব পাচ্ছে যা আমার কাছে বাঙালি হিসেবে গর্বের। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের প্রথম সচিব প্রেস ডঃ মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল।

## নবনির্মিত খিদিরপুর মাতৃ সদন উদ্বোধন করলেন ফিরহাদ

কলকাতা,৮ ফেব্রুয়ারি ( হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার কলকাতার খিদিরপুরের নবনির্মিত খিদিরপুর মাতৃ সদন উদ্বোধন করলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। এরই মাঝে এদিন নবনির্মিত খিদিরপুর মাতৃ সদন উদ্বোধন করলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম এবং তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। আগে শহর কলকাতায় চারটি জায়গায় মাতৃ সদন করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল খিদিরপুর মাতৃ সদন। কিন্তু বহু পুরনো হওয়ায় তাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে এই নবনির্মিত মাতৃ সদন। আর এদিন এই মাতৃসদনের উদ্বোধন করা হয়।

## ক্লাবকে টাকা দেওয়ার সাফাই মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ক্লাবগুলিকে নানা খাতে তৃণমূল সরকারের বরাদ্দে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন। এই সঙ্গে অভিযোগ করেন, ক্রীড়াখাতে কেন্দ্র বাংলাকে কিছুই দেয়নি।

দুর্গাপুজো এবং খেলার উন্নয়নের নামে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে যেভাবে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, তার ঔচিত্য ও যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপদেবিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায় ক্লাবগুলি। ক্লাবকে সাহায্য করলে অনেক বাবুদের আবার রাগ হয়। কেন ক্লাবকে সাহায্য করলে রাগ হয়?এই ক্লাবগুলোই মানুষের পাশে থাকে। নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।” মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “৮,২৮৯টি ক্লাবকে এবার ৮২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।” এ দিন ৩৪টি ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান দেয় রাজ্য। হকির অ্যাস্ট্রোটার্ফের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০ কোটির অনুদান। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, এই অনুষ্ঠানে ক্লাবগুলির তরফে সর্বোচ্চ ৪ জন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত, ২০১১-’১২ অর্থবর্ষ থেকে চালু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় খেলাধুলোর সার্বিক মানোন্নয়ন এবং ক্লাবগুলিকে ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনার জন্যআর্থিক অনুদান দেয় রাজ্য সরকার।

## বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনে না কেন্দ্র, কটাক্ষ সৌগতর

কলকাতা,৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : একুশের নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক তরজা বেড়েই চলেছে। নির্বাচনের আগেই ফের বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। এরই মাঝে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ফের বিজেপিকে এক হাত নিয়ে ”বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনে না কেন্দ্র” মন্তব্য সৌগত রায়ের।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সৌগত রায় আরও বলেন, ”বাংলার চাষিরা ধান উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম হলেও তাদের থেকে ধান কেনে না কেন্দ্র। বরং উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানার মত কম ধান উৎপাদনকারী রাজ্যের থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বেশি ধান কিনেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের জন্যই পরিযায়ী শ্রমিকদের নাকাল অবস্থা”।

## বাঁশ আলাদা হলেও ঝাড় তো একই : দিলীপ

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি স): দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের যতদিন এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক তরজা। অন্যদিকে নির্বাচনের দিন এগোতেই বেড়েই চলেছে বিজেপি তৃণমূল তরজা। এর পরেই সোমবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ।তৃণমূলকে একহাত নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ”আমরা নাকি বাংলার সংস্কৃতি বুঝি না। যাঁরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ভাল ভাল কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল, মানুষ তাঁদের চিনে গিয়েছে। বাঁশ আলাদা হলে কী হবে, ঝাড় তো একটাই। যে ক’জন ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরা ওই দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন”।

## বাকসার শিমলাগুড়িতে উদ্ধার দুশো কিলোগ্রাম গাঁজা

বাকসা (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত শিমলাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির অধীনস্থ একটি পেট্রোল পাম্পে অভিযান চালিয়ে দুশো কিলোগ্রাম ওজনের গাঁজা উদ্ধার করেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার কাকভোরে বরপেটা রোডের নিকটবর্তী বাকসা জেলার শিমলাগুড়িতে এনআরএল পেট্রোল পাম্পে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজেন বড়োর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। অভিযানকারী পুলিশের দল বেশ কয়েকটি গাড়িতে তালাশি চালিয়ে এনআরএল পেট্রোল পাম্পে জেকে ২১ এ ১৪২৯ নম্বরের একটি ট্রাকেকে টার্গেট করে। সন্দেহের বশে ওই ট্রাকে অভিযানকারী পুলিশের দল তালাশি চালিয়ে ড্রাইভারের সিটের নীতে লুকিয়ে রাখা ২০টি প্যাকেট উদ্ধার করে। প্যাকেটগুলি খুলে ২০০ কিলোগ্রাম ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশের দল। এদিকে পুলিশ অভিযান চালানোর আগেই ট্রাকের চালক ও খালাসি গা ঢাকা দিয়েছে। যার দরুন বিপুল পরিমাণের গাঁজাগুলি কোথা থেকে কোথায় কে পাচার করছিল সে বিষয়ে কোনও তথ্য পাননি পুলিশ অফিসার। গাঁজা সহ ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করে শিমলাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে।

# লালবাজারে সৌমেন মিত্রের হাতে দায়িত্ব তুলে দিলেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :‘‘আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করবে কলকাতা পুলিশ। সব নির্বাচনই চ্যালেঞ্জের।‘‘ ভোটের মুখে কলকাতা পুলিশের দায়িত্ব নিয়ে এই মন্তব্য করলেন সৌমেন মিত্র। সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বিধানসভা ভোটে হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছিল বেঞ্চ। এরই মধ্যে পুলিশের আইপিএস মহলে বড়সড় রদবদল হয়। সৌমেনবাবু হন কলকাতার সিপি। সোমবার লালবাজারে আইপিএস সৌমেন মিত্রের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন বিদায়ী পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। পুলিশ কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সৌমেন বলেন, “সাইবার অপরাধে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। শুধু অপরাধীদের গ্রেফতারই নয়, দ্রুত চার্জশিট এবং মামলার নিস্পত্তির দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।” সোমবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশন যা নির্দেশ দেবে, তা নিশ্চয়ই পালন করা হবে। নাগরিকদের জন্য আরও বেশি কাজ করতে হবে। বিশেষ নজর দিতে হবে নারী এবং শিশুদের সুরক্ষায়। পরিবেশের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।”

গত বিধানসভা নির্বাচনে সৌমেনকে নগরপাল পদে বসিয়েছিল কমিশন। ভোট মিটতেই তাঁকে সরিয়ে রাজীব কুমারকে নিয়ে আসে রাজ্য সরকার। কিন্তু এ বার ঘটনাক্রম ঠিক তার উল্টো। এ বার সৌমেনকে নগরপাল পদে এনে রাজ্য প্রশাসনই কার্যত চমক দিয়েছে। ফের কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদে সৌমেন মিত্র আসতে চলছেন, তা অনেকেই ভাবেননি। রাজীব কুমারের পর কলকাতার পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করেছেন অনুজ শর্মা। পুলিশ মহলে তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি নতুন কিছু প্রকল্পের সূচনাও করেন। এ বার তাঁকে বদলি করে এডিজি সিআইডি পদে আনা হল। তার জায়গায় দায়িত্ব নিলেন সৌমেনবাবু।

# বরাকবঙ্গকে অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত বিডিএফ-প্রধান প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনকে অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। দুদিন আগে গুয়াহাটিতে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে ”অসম ভাষা গৌরব” প্রকল্পের অধীনে আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিডিএফ-প্রধান তথা ছাত্র সংগঠন আকসা-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়।

এক প্রেসবার্তায় প্রদীপ বলেন, ইচ্ছে থাকলে সরকার পক্ষ এই কাজটি প্রথমেই করতে পারত, তবুও দেরিতে হলেও তাদের যে বোধদয় হয়েছে এবং কোনও আবেদন নিবেদন ছাড়াই বরাকবঙ্গকে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছে তার জন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট থেকে শুরু করে আরও কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ সরব না হলে হয়তো সরকার এই পদক্ষেপ নিত না। সম্মিলিত চাপ এবং সামনে নির্বাচন বলেই হয়তো শাসকদলের সাংসদ, বিধায়করা ব্যাপারটির তদ্বির করতে বাধ্য হয়েছেন।

তিনি বলেন, গত কয়েক দশকের নির্যাতন, বৈষম্যের ফলে এই রাজ্যের বাঙালিদের মনমানসে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশমিত করতে সরকার যদি সত্যিই আন্তরিক হয় তবে শুধু মুখে বরাক-ব্রহ্মপুত্র সমন্বয়ের কথা বললে চলবে না। বাস্তবে তা প্রয়োগ করে দেখানোর আহ্বান জানান প্রদীপ দত্তরায়। প্রদীপ বলেন, শুধু বরাকবঙ্গকে অনুদান দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

তাঁর দাবি, সরকার অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষার মান্যতা প্রদান করুক। সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হোক পঞ্চদশ ভাষা শহিদকে। বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বরাকে এসে ভাষা শহিদ স্মারক স্থাপনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আগামী নির্বাচনের আগে বাস্তবায়ন করুক সরকার। একই সঙ্গে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনকে অবিলম্বে ”ভাষা শহিদ স্টেশন” নামকরণ করতে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে, দাবি জানান তিনি। দত্তরায়ের স্পষ্ট বক্তব্য, এই সব পদক্ষেপ ঝুলিয়ে রাখলে ”বরাক ব্রহ্মপুত্র সমন্বয়” চিরকাল সোনার পাথরের বাটি হয়েই থেকে যাবে।

বিভিন্ন দাবীতে নারী সমিতির উদ্যোগে পুর নিগমের জোনাল অফিসে ধরণা। ছবি নিজস্ব।

# গোমতী জেলা পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** ৩২তম সড়ক নিরাপত্তা মাস উদযাপন উপলক্ষে রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে সড়ক সুরক্ষার উপর সচেতনতা মূলক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাম পদ জমাতিয়া। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন,গোমতি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ কুমার রায়, গোমতি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল, জেলা পরিবহন আধিকারিক পরিতোষ বিশ্বাস, সমাজসেবী অভিষেক দেবরায় ও প্রবীর দাস।

বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা, পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্য অংশের জনগণ এ আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন। কয়েকটি নাট্য সংস্থা সুরক্ষার উপর কয়েকটি ছোট একাঙ্ক নাটক উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে অতিথিরা তাদের বক্তব্যে সড়ক সুরক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। বিশেষত বাইক চালক এবং ছোট যানবাহন চালকদের সড়ক নিয়ম মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন সচেতনতাই দুর্ঘটনা কমাতে পারে।

তাই সচেতন হয়ে যানবাহন চলাচলই দুর্ঘটনা কমানোর একমাত্র উপায় হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিশেষত বাইক চালকদের হেলমেট পরিধান করা এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ এই অনুষ্ঠানের ছয় ঘন্টার মধ্যেই গর্জি আউট পোস্টের অন্তর্গত পেরাতিয় ড্রপগেইট সংলগ্ন এলাকায় আজ বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন উদয়পুর বদরমোকাম এলাকার হিমাংশু নন্দী নামের এক আই ও সির ম্যানেজার।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# চিকিৎসকদের সম্মাননা দেবে হেডলাইনস ত্রিপুরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী চিকিৎসকদের কুর্নিশ জানাবে হেডলাইনস ত্রিপুরা। দেশ বিদেশ এবং রাজ্যের এই প্রখ্যাত চিকিৎসকদের প্রদান করা হবে চিকিৎসা জ্যোতি সম্মান।আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারী হোটেল সোনারতরীতে এক অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা দেয়া হবে।

# উদয়পুরে আন্তর্জাতিক মহা নাট্যোৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** সরোবর নগরীতে সোমবার থেকে শুরু হলো আন্তর্জাতিক মহা নাট্যোৎসব। উদয়পুরের সুনামধন্য দুটো নাট্য সংসা তথা মুক্ত প্রতিভা নাট্যাঙ্গন এবং অভিমুখের মিলিত উদ্যোগে এই মহা নাট্যোৎসবের আয়োজন। সোমবার কচিকাঁচা দের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সূচনা হয় নাট্যোৎসবের । সাথে উদ্বোধন হয় চিত্র ( অংকন) প্রদর্শনীর।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে নাট্যোৎসবের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রতিভা দে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রেখা রায় বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শৈলেন দাস সহ আরো অনেকে। পাঁচ দিন ব্যাপী এই নাট্যোৎসবের প্রথম দিনে শহরের দুটো নাট্যদলের উপসাপনা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর পরই প্রত্যেক দিন রাজ্যে ও বহিঃ রাজ্য এবং দেশ বিদেশের সুনাম ধন্য নাট্য দলগুলো তাদের উপসাপনা করবে। পাঁচ দিন ব্যাপী এই আন্তর্জাতিক মহানাট্যোৎসবের সাফল্য কামনা করছে বুদ্ধিজীবী মহল।এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব স্বপন চক্রবর্তী। উদ্যোক্তারা নাট্য উৎসবে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

# বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উদযাপিত হবে মাতৃভাষা দিবস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** আগামী ২১শে ফেবয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হবে। মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ বীরচন্দ্র রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয় প্রতি বছরের মতো এবছরও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হবে। ঐদিন সকাল ৭টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়-কামান চৌমুহনী-পোষ্ট অফিস চৌমুহনী ও পুরান আর এম এস চৌমুহনী রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হবে। র‍্যালিতে তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের উদ্যোগে সুদৃশ্য ট্যাবলু প্রদর্শিত হবে। এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় লেখা প্লে-কার্ড হাতে ও পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ র‍্যালিতে অংশ নেবেন।

সেদিনই সকাল ৮টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আর্ন্তজাতিক মাত’ভাষা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের ১৯টি জনজাতির ভাষা সহ বাংলা, হিন্দি ও সংস্ক’ত ভাষায় পরিবেশিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমাকে কো-চেয়ারম্যান করে একটি অর্গানাইজিং কমিটি ও ৬টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

# ডিমা হাসাওয়ে পানীয় জলের সংকট পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা

হাফলং (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু জনগণের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। ভোট আসলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসান। কিন্তু এ-সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত হয় না। ভোট পার হলেই রাজনৈতিক নেতারা বেমালুম ভুলে যান সব প্রতিশ্রুতি। রাজ্যে বিধানসভা ভোট সমাগত। এবারও বহু প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনতার দরবারে আসবেন রাজনৈতিক নেতারা। তার পরও কি ভাগ্য বদলাবে সাধারণ মানুষের? অভিযোগ আম জনতার।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, রাজ্যে বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নির্বাচনি ইস্তাহার প্রস্তুত করার আগে রাজ্যবাসীর কাছে গিয়ে তাঁদের যাবতীয় সমস্যার কথা শুনে এবং জনগণের মতামতকে নির্বাচনি ইস্তাহারে প্রতিফলিত করা হবে। তবে তা কতটুকু বাস্তবে সফল রূপায়ণ হবে তা নিয়ে সন্দেহের দানা বেঁধেছে জনতার। অসমে বিজেপি সরকার সাড়ে চার বছর পূর্ণ করেছে। কিন্তু এই সাড়ে চার বছরে ডিমা হাসাও জেলার জ্বলন্ত সমস্যা পানীয় জল, তার আজও সমাধান হয়নি।

পানীয় জলের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে উঠেছেন শৈলশহর হাফলঙের মানুষ। হাফলং শহরে পানীয় জলের তীব্র সংঙ্কট দেখা দিয়েছে। অনিয়মিত হয়ে পড়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের জল সরবরাহ। শহরের বিভিন্ন স্থানে দুমাসে একবার জল সরবরাহ করছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। এতে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় নাগরিকরা। বাধ্য হয়ে প্রতি হাজার লিটার জল ৫০০ টাকা করে কিনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বৃহত্তর হাফলং শহরে জনসংখ্যার হিসাবে আজ পর্যন্ত তেমন কোনও পানীয় জলের প্রকল্প গড়ে ওঠেনি।

# বিশ্রামগঞ্জে পালিত হল মাসব্যাপী জাতীয় সড়ক সুরক্ষা নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** বিশ্রামগঞ্জ মাল্টি পারপাস কমিউনিটি হলঘরে সোমবার সকালে সীপাহিজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যাগে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এক মাসব্যাপী জাতীয় সড়ক সুরক্ষা নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিটিও রাকেশ দেব্বর্মা এবং অন্যান্য অতিথিরা।গত মাসের ১৮ই জানুয়ারী থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একমাস ব্যাপি জাতীয় সড়ক সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা সভা চলবে। সোমবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এবং এলাকার জনগনের উপস্থিতিতে মাল্টি পারপাস হলঘরে যে মানুষ কিভাবে সচেতন হতে পারে সেই বিষয়ে প্রথমে সীপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন প্রতিদিন কোথাও না কোথায় যান দুর্ঘটনা ঘটে চলছেই। সে সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ ভাবে ভুমিকা পালন করতে হবে।তাছাড়া বিশেষ করে বাইক চালকদের উদ্দেশ্য করে বলেন যাতে সকল বাইক চালকরা ট্রাফিক আইন এবং হেলমেট পরিধান করেন।উপস্থিত অতিথিরা সকলেই আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ করে যান দুর্ঘটনা এড়াতে হলে ট্রাফিক আইনের নিয়মবিধি এবং কম বয়সী যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেন বাইক, গাড়ি চালায় খুবই দ্রুত গতিতে। তাই সবচেয়ে বেশি যান দুর্ঘটনা ঘটে এই জেলায়।তবে সকল নাগরিকরা যতদিন পর্যন্ত সচেতন না হবে সড়ক সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করলে ও কোন কিছু প্রতিফলন হবে না।ছাত্র ছাত্রীরা যাতে এই বিষয়ে সচেতন থাকে তাহলে কিছু হলেও যান দুর্ঘটনা কমতে পারে।ট্রাফিক পুলিশ দায়িত্ব পালন করেও কোনরকম ভাবে যান দুর্ঘটনা এড়াতে পারছে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস জেলা সভাপতি তথা পার্থ প্রতিম কর।তিনিও বলেন বিএমএসের সকল কর্মীরা,সচেতন নাগরিকরা মিলে সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে হবে।তাহলে কিছুটা হলেও যান দুর্ঘটনা বন্ধ হবে।

# টিইউএলএম এর প্রচারে রেলি অনুষ্ঠিত উদয়পুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ ফেব্রুয়ারি।।** সোমবার সকাল ৮ ঘটিকায় স্বচ্ছ ভারত মিশন ও ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশে ও উদয়পুর পুর পরিষদ এর ব্যবস্থাপনায় এক প্রভাত ফেরী ও রেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার বিধানসভার বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ,গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ কুমার রায়, উদয়পুর পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রবীর দাস,ত্রিদিব দাস ও উদয়পুর পৌর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অনিরুদ্ধ রায় সহ আরো অনেকে। এদিনের স্বচ্ছ ভারত মিশন রেলিতে উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তনওয়ার্ড কাউন্সিলর গন, উদয়পুর শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবী সহ নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন কে কেন্দ্র করে উদয়পুর পুর পরিষদ এর উদ্যোগে আর্ট প্রতিযোগিতা করা হয় উদয়পুর রাজর্ষী কলা কেন্দ্রে। আর্ট প্রতিযোগিতায় যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তাদেরকে এদিন উদয়পুর পুর পরিষদ এর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয় বিপ্লব কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য অতিথিরা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন।ফ্ল্যাগ নেড়ে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ রেলির শুভ সূচনা করেন।

## শালীনতা

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বাস আপনার দল সঠিক চেতনায় তা গ্রহণ করবে এবং জি-২৩-র পরামর্শ শুনে বিপরীতে ভুল করবে না।’

## আইনজীবীরা

● প্রথম পাতার পর

ব্যার এসোসিয়েশনের নির্বাচিত কমিটির সদস্য সদস্যাদের সাথে মিলিত হন। তাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে অবগত হন। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান জেলা আদালতে বিশেষ করে আইনজীবীদের কিছু সমস্যা রয়েছে।

পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। ত্রিপুরা ব্যার এসোসিয়েশনের নির্বাচিত কমিটির ইতিপূর্বে ওনার সাথে দেখা করেছে। তাই তিনি এইদিন জেলা আদালত পরিদর্শনে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ত্রিপুরা ব্যার এসোসিয়েশনের নির্বাচিত কমিটির সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

## সূচনা হল

● প্রথম পাতার পর

মূল্যায়ন করা হচ্ছে।উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষকপ্রবাল চৌধুরী জানিয়েছেন রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে করোনা কালে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি করতে পেরেছে কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে কি ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিন উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে মূল্যায়ন এর কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েএকটি সার্ভে করা হয়েছিল। সেই সার্ভের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দিশা নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। পড়াশোনার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

তাতে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।কিন্তু ২০০০ সালের মার্চ মাস থেকে বিশ্বজুড়ে যে করোনা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার প্রভাব পড়েছে আমাদের রাজ্যেও। একটানা ৯ মাস স্কুলে কোন ধরনের প্রথম পাঠানো হয়নি। ফলে ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মহারানি তুলসিবতি বালিকা বিদ্যালয়েও সোমবার থেকে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন এর কাজ শুরু হয়েছে।

## জনজাতি

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় বসবাসকারী বৃদ্ধ শচীন্দ্র রিয়াং দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যাধি রোগে ভুগছে।শচীন্দ্র রিয়াং এর পরিবার এর লোকেরা চিকিৎসা কেন্দ্রে না নিয়ে গিয়ে নিজ বাড়িতে ওঝা দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। ওঝার দেওয়া জল ফোয়া খেয়ে মরনব্যাধি রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।বর্তমানে তার অবস্থা কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।যেখানে চিকিৎসা পরিষেবা থাকলেও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রেখে পূজা ও ওঝার উপর নির্ভর করে ওই এলাকার একাংশ জনজাতি অংশের মানুষেরা বিশ্বাস করে যাচ্ছে।

ওই পরিবারের পক্ষ থেকে আরও জানায় অর্থের অভাব থাকায় তার চিকিৎসা করাতে পারছে না ফলে ওঝার উপর নির্ভর করে মরণব্যাধি রোগ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ পূজা কিংবা ওঝার উপর নির্ভর করে করে যাচ্ছে মরণব্যাধি রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য।এখন দেখার বিষয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

## সমিতির

● প্রথম পাতার পর

পুর নিগম এলাকায় পানীয় জলের সংকট মোকাবেলায় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

টুয়েপ প্রকল্পে বছরে ২০০এর কাজ এবং মজুরি ৩৪০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন তিনি। রেশনিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে প্রত্যেকের মধ্যে রেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের দাবি জানানো হয়। আগরতলা পৌরনিগম এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারের দ্রুত ব্যবস্থা করা। বিদ্যুৎ মাশুল কোন ভাবে বৃদ্ধি করা যাবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পৌরনিগমের উত্তর জুনালের সহকারী কমিশনার দাবি সনদ গ্রহণ করে এ বিষয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য আগরকে ভিত্তি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনাময় বাজার সহ সামগ্রিক দিকগুলি বিবেচনা করে একটি বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট বন দপ্তরকে তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে আগরকে ভিত্তি করে পৃথক প্রকল্প তৈরি করতে হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশ-বিদেশের প্রক’তিপ্রেমী পর্যটকদের আক’ষ্ট করতে বণ্যপ্রাণীভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পর্যালোচনাসভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. ডি কে শর্মা বন দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বন দপ্তরের নতুন উদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনা, লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত সাফল্য, সেক্টর ভিত্তিক কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়াও বন দপ্তরের পূর্ববর্তী পর্যালোচনা সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক। সভায় আগর চাষের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় বাজার সহ বাণিজ্যিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. ডি কে শর্মা রাজ্যে ইকো ট্যুরিজমের উন্নয়নের উপর আলোকপাত করে জানান, তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশে বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হবে।

পর্যালোচনা সভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক জানান, অর্থকরী কাঠ যেমন সেগুন, গামাই কাঠ উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০০ হেক্টর এলাকায় বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি দূরবর্তী অ’লে সিডবল পদ্ধতির মাধ্যমে করই, আমলকি, সুন্ধি ইত্যাদি বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবছর রাজ্যে ২০০ হেক্টর এলাকায় এই পদ্ধতিতে বনায়ন করা হবে। তিনি আরও জানান, তেলিয়ামুড়াকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্যাপিটেল হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক আরও জানান, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্বসহায়ক দলগুলি রাজ্যের ৩৬টি ব্লকের ৭৫৭টি চেকড্যামে মৎস্য চাষে যুক্ত রয়েছে। এই চেকড্যাম মনিটরিং-এর জন্য অরণ্য জল দর্পণ নামে একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে। সভায় বনে উৎপন্ন কলা গাছ থেকে ফাইবার বের করার বিষয়টিও আলোচনায় প্রাধান্য পায়। পর্যালোচনা সভায় প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় ইন্দো জার্মান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীন রাজ্যে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৬০০ হেক্টর বনায়ন করার পাশাপাশি ২০টি চেকড্যাম তৈরি করা হবে।

পর্যালোচনাসভায় এছাড়াও বনজ সম্পদ এবং বণ্যপ্রাণী সুরক্ষায় বন বন্ধ মোবাইল অ্যাপ, লাইট ডিটেকশন অ্যাণ্ড র‍্যাং্গি সার্ভে, প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও সভায় বন মিত্রের মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মী নিযুক্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় চলতি মাসের ২১ ফেবয়ারি হাথাইকতর (বড়মুড়া) ইকো পার্কে হর্নবিল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়াও সভায় বন দপ্তরের রূপায়িত অন্যান্য কর্মসূচিগুলি আলোচনায় উঠে আসে।

পর্যালোচনা সভায় বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্য সচিব মনোজ কুমার, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রধান সচিব এস আর কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা সহ বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ প্রমুখ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

## পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

দ্বারস্থ হয়। জানা যায়, উত্তম আজ থেকে প্রায় ১০-১২ বছর আগে থেকে মাথার সমস্যা ছিল। প্রায়শই উত্তম বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় সে ঘরমুখী হত। কিন্তু রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে উত্তমের কোন হদিস না মেলায় বাধ্য হয়ে তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হয় তার পরিবার। উত্তম বিয়ে করেছিল কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে তার স্ত্রী উত্তম কে ছেড়ে তার বাপের বাড়ি চলে যায়। উত্তম একা একাই থাকতেন।উত্তমের নিখোঁজের বিষয়টি থানায় জানানোর পরেও পরিবার-পরিজনরা নিজ উদ্যোগে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও দিয়েছিল যদি কোন স্বহৃদয় ব্যক্তি উত্তমকে দেখে পরিবার-পরিজনদের খবর পাঠায় সেই আশা নিয়ে। কিন্তু আশা নিরাশা হয়ে গেল। বাড়ির ছেলে বাড়িতে নেই আজ ৭-৮ দিন অতিক্রান্ত হতে চলছে। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়ে থানা বাবুদের প্রতি আস্থা হারিয়ে সংবাদমাধ্যমে দ্বারস্থ হলো উত্তমের বড় দুই ভাই সহ পরিবারের লোকজন। এখন দেখার বিষয় আমাদের চ্যানেলের সংবাদ সম্প্রচারের পর আদৌ কবে নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা নিখোঁজ উত্তম কে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

## আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

সড়কের খোয়াই চৌমুহনী এলাকায় একটি রাবার সিড পরিবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তাতে গাড়ির চালক সহচালাক গুরুতর ভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখান থেকে আহত দুজনকে উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পুলিশ তিনটি ক্ষেত্রেই মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

এদিকে, সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের দিনেই উদয়পুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম হিমাংশু নন্দি, পিতা হরেকৃষ্ণ নন্দী, বাড়ি রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বদর মোকাম এলাকায় । সংবাদে প্রকাশ, হিমাংশু নন্দী প্রতিদিনের মত কর্মস্থল শান্তি বাজার (আইওসির ম্যানেজার) থেকে কর্তব্য সম্পাদন করে উদয়পুরে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে পেরাতিয়া ফরেস্ট গেট সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন । সূত্র মারফৎ জানা যায় উনি বাইকে আসার সময় একটি বোলেরো গাড়ির সাথে সংঘর্ষে হিমাংশু বাবু ছিটকে গিয়ে পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকা একটি লড়িতে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। উদয়পুরের দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে হিমাংশু বাবুকে উদ্ধার করে তেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়, এবং সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক হিমাংশু বাবুকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

মৃত হিমাংশু নন্দীর নিথর দেহ তেপানিয়া জেলা হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে। আগামী কাল পোস্ট মর্টমের পর আত্মীয় পরিজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গর্জি আউট পোষ্টের পুলিশ ও আর কে পুর থানার পুলিশ ঘাতক গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন।উল্লেখ্য গত বিশ জানুয়ারি একই থানার অন্তর্গত উদয়পুর খিলপাড়া এলাকার সাগর দে-কে দোকান থেকে বাড়ি আসার পথে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদার দ্বারা মৃত্যুর পর , চারদিনের মাথায় পথ অবরোধ করেন ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে। কিন্তু উদয়পুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইক চালক রূপক মজুমদারকে গ্রেপ্তার করবেন বলে অবরোধ কারীদের কথা দিলেও আজ ১৭ দিনেও ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এলাকায় খোভ বিরাজ করছে।মৃত হিমাংশু নন্দীর একমাত্র মেয়ে উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যা পীঠের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। হিমাংশু বাবুর মৃত্যুতে বদরমোকাম সহ গোটা উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# ক্রীড়া

## অশ্বিনের তৃতীয় শিকার, ফেরালেন স্টোকসকে টেস্টে ৩০০তম উইকেট হল ইশান্তের

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** উইকেট। ক্রিজে দীর্ঘস্থায়ী হলেন না স্টোকসও। ১৯তম ওভারের প্রথম বলেই অশ্বিন তুলে নিলেন তাঁকে। কভারে মারতে গিয়ে খোঁচা দিলেন। ক্যাচ জমা পড়ল পন্থের হাতে। ৭ রানে ফিরলেন স্টোকস। নামলেন অলি পোপ। ইংল্যান্ড ৭১/৪ উইকেট। ড্যান লরেন্সকে ফেরালেন ইশান্ত শর্মা। ভারতের তৃতীয় পেসার হিসেবে টেস্টে ৩০০ উইকেট হল তাঁর। ১৮ রানে এলবিডব্লিউ হলেন লরেন্স।১৫ ওভার। ঝোড়ো মেজাজে খেলছেন রুট। ১১ বলে ২১ রান করেছেন। মেরেছেন চারটি চার। অপরপ্রান্তে ১৮ রানে অপরাজিত ড্যান লরেন্স।উইকেট। ফের ঝটকা দিলেন অশ্বিন। এবার ফেরালেন সিবলিকে। লেগ স্লিপে ক্যাচ নিলেন পূজারা।৩৭ বলে ১৬ করে ফিরলেন সিবলি।মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর খেলা শুরু। চার মেরে অশ্বিনকে স্বাগত জানালেন ড্যান লরেন্স।মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। ইংল্যান্ড ১/১। ক্রিজে ড্যান লরেন্স এবং ডম সিবলি।উইকেট। ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরুর প্রথম বলেই ঝটকা দিলেন অশ্বিন। দুরন্ত লেংথে রাখা বল রোরি বার্নসের ব্যাট ছুঁয়ে জমা পড়ল অজিঙ্ক রাহানের হাতে।ইংল্যান্ডের ইনিংস শুরু। প্রত্যাশামতোই ফলো-অন করালেন না জো রুট। প্রায় ৯৬ ওভার বল করেছেন ইংরেজ বোলাররা। তাদের একটু বিশ্রাম দিতেই এই সিদ্ধান্ত।৯৫.৫ ওভার।

জীবনের প্রথম শতরান করার সুযোগ থাকলেও হাতছাড়া হল ওয়াশিংটন সুন্দরের। ৮৫ রানে অপরাজিত থেকে গেলেন তিনি। ভারত পিছিয়ে ২৪১ রানে। তবে ফলো-অন হয়তো করাবে না ল্যান্ড।উইকেট। ভারতের শেষ উইকেটেরও পতন হল। ফিরে গেলেন যশপ্রীত বুমরা। ৩৩৭-য়ে শেষ ভারতের ইনিংস। অ্যান্ডারসনের বলে স্টোকসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। অনেকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় মাটির মুখ থেকে দুরন্ত ক্যাচ নিলেন স্টোকস।উইকেট। বাউন্সার দিলেন অ্যান্ডারসন। ঠিক মতো খেলতেই পারলেন না ইশান্ত। তাঁর ব্যাটে লেগে বল জমা পড়ল শর্ট লেগে অলি পোপের হাতে। ৪ রান করে ফিরলেন ইশান্ত। নামলেন যশপ্রীত বুমরা।৯৩ ওভার। ভারত ৩২২/৮। কিছুক্ষণ আগেই জেমস অ্যান্ডারসনকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন সুন্দর। ভয়ঙ্কর ফর্মে রয়েছেন তিনি। ফলো-অন বাঁচাতে এখনও ৫৭ রান দরকার ভারতের।উইকেট। ফিরে গেলে অশ্বিনের পরে নামা শাহবাজ নাদিম। আবার উইকেট লিচের। অফ স্টাম্পের বাইরে বেরনো বলে স্লিপে বেন স্টোকসের হাতে খোঁচা দিলেন তিনি। ১২ বল খেললেও রান করতে পারেননি।উইকেট। লিচের বলে ফিরে গেলেন অশ্বিন। ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন। সঠিক ভাবে ব্যাটে-বলে হয়নি। সিলি পয়েন্টে ক্যাচ নিলেন জস বাটলার। ৯১ বলে ৩১ করে ফিরলেন অশ্বিন। ভারতের স্কোর ৮৮ ওভারে ৩০৭/৭।৮০ ওভার। ভারত ২৮৪/৬।অর্ধশতরান পূরণ করলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। অপরাজিত রয়েছেন ৫৩ রানে।৭৯ ওভার। ভারত ২৭৯/৬।হঠাৎ করে চালিয়ে খেলছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। কিছুক্ষণ আগেই বেসকে ছয় মেরেছেন অশ্বিন (অপরাজিত ১৫)। হাত খুলেছেন সুন্দরও (অপরাজিত ৪৮)।চতুর্থ দিনের খেলা শুরু। ডম বেসকে দিয়ে বোলিং শুরু করালেন জো রুট। প্রথম পাঁচটি বল খেলে দিলেও ষষ্ঠ বলে চার মারলেন সুন্দর।তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনেকটাই ব্যাকফুটে রয়েছে ভারত। ২৫৭ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে তারা। চতুর্থ দিনে ফলো-অন এড়ানোই আপাতত লক্ষ্য ভারতীয় দলের। কিন্তু কাজটা অনেকটাই কঠিন। ফলো-অন এড়াতে গেলে এখনও ১২২ রান তুলতে হবে ভারতকে। হাতে মাত্র চারটি উইকেট।

## ভারতের সামনে টার্গেট ৪২০, শেষ দিনের পিচে কঠিন লড়াইয়ে কোহলিরা

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৮ রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড। চিপকের স্লো ঘূর্ণি পিচে কোনো ইংরেজ ব্যাটসম্যানই হাফসেঞ্চুরির গন্ডি পেরোতে পারলেন না। সর্বোচ্চ স্কোর অধিনায়ক জো রুটের ৪০। ভারতের সামনে জয়ের জন্য টার্গেট ৪২০।অশ্বিন একাই নিলেন ৬ উইকেট। কেরিয়ারের ২৮বার ইনিংসে পাঁচ বা তাঁর বেশি উইকেট নিলেন তিনি। শাহবাজ নাদিম ২ উইকেট নিয়েছেন। বুমরা এবং ইশান্ত শর্মা ১টি করে উইকেট নিয়েছেন।চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা ভীষণই কঠিন। এদিনের বাকি ১৫ ওভার নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন সেশন ব্যাট করতে হবে ভারতকে।

খারাপ পিচে ওভার পিছু ৪ রানের বেশি তাড়া করার তুলনায় ভারত আপাতত ম্যাচ বাঁচানোর জন্যই খেলবে। ইংল্যান্ডের ডম বেস, জ্যাক লিচ জুটিকে রোহিত-কোহলিরা কীভাবে সামলান এখন সেটাই দেখার।তার আগে ইংল্যান্ডের ৫৭৮ রানের জবাবে ভারত প্রথম ইনিংসে সমস্ত উইকেট খুইয়ে করে ৩৩৭ রান। ফের ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাট ঝলসে উঠল।
ব্রিসবেনের গাব্বার পর এবার চেন্নাইয়ের চিপকে স্টেডিয়াম। ব্রিসবেনে শার্দুল ঠাকুরের সঙ্গে লড়াকু ইনিংসে উদ্ধার করেছিলেন দলকে। এবারেও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে মূল্যবান ৮০ রান যোগ করে যান। অশ্বিন ব্যক্তিগত ৩১ রানে লিচের শিকার হলেও ওয়াশিংটন সুন্দর শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান ৮৫ রানে।গতকাল দিনের শেষে ভারত ছিল ২৫৭/৬। এদিন স্কোরবোর্ডে ৮০ রান যোগ করার ফাঁকেই ভারত বাকি ৪ উইকেট হারায়।ভারতের প্রথম একাদশ:শুভমান গিল, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শাহবাজ নাদিম, ইশান্ত শর্মা, জসপ্রীত বুমরা।

## ১১৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে চুরমার করলেন অশ্বিন, সৌরভকে ছুঁলেন সুন্দরও

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে বেনজির কীর্তি গড়ে ফেললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টসে জিতে ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন রুটের দুরন্ত দ্বিশতরানে ভর করে স্কোরবোর্ডে বিশাল ৫৭৮ রান তুলেছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৩৩৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। ঋষভ পন্থ এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাটে ভারত ভদ্রস্থ রান খাড়া করতে সমর্থ হয়।দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড প্রথম বলেই উইকেট হারায়। অশ্বিন প্রথম বলে উইকেট দখল করেই নয়া কীর্তি স্থাপন করলেন। ১০০র বেশি বছরের মধ্যে প্রথম স্পিনার হিসাবে ইনিংসের শুরুর বলেই উইকেট দখল করার নজির অশ্বিনের নামের পাশে।এর আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বার্ট ভোগলার। ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই ববি পিলকে আউট করেছিলেন।প্রথম ইনিংসে অশ্বিন ১৪৬ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট দখল করেছিলেন। তাঁর শিকার ছিলেন বার্নস, অলি পোপ এবং জেমস আন্ডারসন। সেই ইনিংসে প্রথম কোনো ভারতীয় বোলার হিসাবে সবথেকে বেশি ওভার (৫৫.১ ওভার) বল করেন।প্রথম ইনিংসে নো বল করেন তিনি, কেরিয়ারের প্রথমবার। কেরিয়ারে ২০,৬০০ বল করার পর ওভারস্টেপ করলেন তিনি।অশ্বিনের সতীর্থ স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দরও নয়া নজির গড়লেন। অবশ্য ব্যাট হাতে। দেশে এবং বিদেশের মাটিতে অভিষেক ইনিংসেই ৫০ৃ রান করলেন তিনি। এর আগে এই তালিকায় ভারতের হয়ে নাম রয়েছে রুশি মোদি, সুরিন্দর অমরনাথ, অরুণ লাল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশ রায়না, হার্দিক পান্ডিয়া, মায়াঙ্ক আগারওয়াল।যাইহোক, ভারত স্কোরবোর্ডে ৩৩৭ তুলে অলআউট হওয়ার পরে ইংল্যান্ড চা বিরতি পর্যন্ত তুলেছে ১২৪/৫। অশ্বিন বার্নস ছাড়াও আউট করেছেন ডম সিবলে এবং বেন স্টোকসকে। ড্যান লরেন্স এবং জো রুটকে আউট করেছেন ইশান্ত শর্মা এবং জসপ্রীত বুমরা। সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের লিড ৩৬৫ রানের।

## আইসিসির মাসের সেরা প্রথম ক্রিকেটার পন্ত এবং শবনিম

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** আইসিসির মাসের সেরা প্রথম ক্রিকেটার ঋষভ পন্ত। ২০২১-এর জানুয়ারি মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার বিভাগে নির্বাচিত হওয়ার দৌড়ে তিনি টেক্কা দিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক জো রুট ও আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিংকে। মেয়েদের বিভাগে এই পুরস্কার জিতলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলার শবনিম ইসমাইল।আইসিসির বর্ষসেরা পুরস্কারগুলো নিয়ে ক্রিকেট ভক্তদের আগ্রহের কমতি নেই। সেই আগ্রহের মাত্রটা বাড়িয়ে তুলতে এবার প্রতি মাসে সেরা ক্রিকেটার ঘোষণার নতুন নিয়ম করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থাটি। আইসিসি আগেই জানিয়েছিল যে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সোমবার আগের মাসের সেরা ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করা হবে। সেই মত এদিনই জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রথমবার এই পুরস্কার উঠছে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্তের হাতে।পন্ত ২০২১-এর জানুয়ারিতে ২৪৫ রান করেছেন এবং উইকেটকিপার হিসেবে ৪টি শিকার ধরেন। রুট শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ৪২৬ রান করেছেন এবং ২টি উইকেট নিয়েছেন। স্টার্লিং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২টি ওয়ান ডে সিরিজে মোট ৪২০ রান করেছেন।রুট ও স্টার্লিংয়ের ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স প্রভাবশালী হলেও গুরুত্বের নিরিখে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ অনেক এগিয়ে সন্দেহ নেই। তাই পন্তের হাতে উঠল আইসিসির প্রথম মাসের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার। অন্যদিকে, মেয়েদের বিভাগে প্রথমবার এই পুরস্কার জিতলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলার শবনিম ইসমাইল। তিনি জানুয়ারিতে ৩টি টি-২০ ম্যাচে নিয়েছেন ৭টি উইকেট। ওভার প্রতি মাত্র ৪ রান খরচ করেছেন।

## উত্তরাখণ্ডের ধসে ত্রাণের জন্য 'ম্যাচ ফি' অনুদান ঋষভ পন্থের, ভারতের পাশে রাষ্ট্রসংঘ

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** এই মুহূর্তে দিল্লিতে বাস করলেও আসলে তিনি উত্তরাখণ্ডের ছেলে। রবিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে ঋষভ পন্থ যখন পরের পর ছক্কা হাঁকাচ্ছেন, তখন তাঁর নিজের রাজ্যে ঘোর দুর্যোগ। রবিবার সকালে নামা তুষার ধসে বিধ্বস্ত দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। তীব্র জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কায় ঋষিগঙ্গা বিদ্যুৎ প্রকল্প তছনছ হয়ে গিয়েছে। জোশীমঠের কাছে ধৌলিগঙ্গার জলস্তর দ্রুত বেড়ে গিয়েছে। ভেসে গিয়েছে নদীর পাড়ের বহু ঘরবাড়ি। সোমবার সকাল পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এখনও নিখোঁজ ১৪৩ জন। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। নিজের রাজ্যের বাসিন্দাদের এই দুঃসময়ে তাই শান্ত থাকতে পারলেন না টিম ইন্ডিয়ার উইকেট রক্ষক। ধসের ত্রাণের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে পাওয়া ম্যাচ ফি পুরোপুরি দান করার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। সেই সঙ্গে পন্থ সাধারণ মানুষের কাছেও অনুরোধ করলেন, তাঁরাও যেন নিজেদের সাধ্যমতো ত্রাণ তহবিলে দান করেন। টুইটারে টিম ইন্ডিয়ার তারকা লিখলেন,"উত্তরাখণ্ডে যে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি আমার ম্যাচ ফি' ত্রাণ এবং উদ্ধারকাজের জন্য দান করতে চাই। আশা করছি, যারা বিপদে আছেন, উদ্ধারকারীরা তাদের নিরাপদে উদ্ধার করতে পারবেন।" এর আগে আরেকটি টুইটে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান পন্থ।

## সুযোগ থাকলেও ভারতকে ফলোঅন করাল না ইংল্যান্ড

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করার ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না। তাই সুযোগ থাকলেও ভারতকে ফলোঅন করাল না ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ২৪১ রানের লিড থাকলেও তাই ফের ব্যাট করতে নামল ইংল্যান্ডই।সোমবার, চতুর্থ দিন অশ্বিন এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের ওপরে ভাগ্য ঝুলে ছিল ভারতের।
তাঁরা ভারতের স্কোরটাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে পারে, সেটাই ছিল দেখার। দু''জনে শুরুও করেছিলেন ভালো। অশ্বিন ধীরগতির ইনিংস খেললেও মাঝেমধ্যে স্টেপআউটও করছিলেন নির্দ্বিধায়।অন্যদিকে আরও একটি সুন্দর অর্ধশতরান করে ওয়াশিংটন বুঝিয়ে দিলেন টেস্টে ৭ নম্বর জায়গাটির দখল নিতে তিনি তৈরি। দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিতীয় পঞ্চাশ করে ফেলেন তিনি।
ভারতের স্কোর তিনশো পেরোতেই ছন্দপতন। অশ্বিনকে ফিরিয়ে দেন জ্যাক লিচ। তামিলনাড়ুর দুই ক্রিকেটারের মধ্যে তৈরি হওয়ার ৮০ রানের জুটিটি ভেঙে যায়।এর পর শাহবাজ নাদীমকেও ফেরান লিচ। বাকি কাজটা সেরে ফেলেন জেমস অ্যান্ডারসন, ইশান্ত আর বুমরাহকে ফিরিয়ে। একের হাতে আর কতোই বা লড়াই দিতেন ওয়াশিংটন। ৮৫ রানে নটআউট থেকে যান তিনি। তবে সঙ্গী থাকলে শতরান করে ফেলতে পারতেন তিনি।৩৩৭ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। সুযোগ ছিল ফলোঅন করানোর। কিন্তু ইংল্যান্ড সে পথে না হেঁটে নিজেরাই ব্যাট করতে নামল। মধ্যাহ্নভোজনের ঠিক আগের মুহূর্তেই ররি বার্নরে উইকেট হারিয়েছে তারা।

## ক্রিকেটের নতুন তারকাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভিভ, সহবাগ, লক্ষ্মণরা

**নয়াদিল্লী, ৮ ফেব্রুয়ারী।।** বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে দুরন্ত দ্বিশতরান করেছেন। ৩৯৫ রানের বিপুল স্কোর তাড়া করে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর তারপরেই কাইল মায়ার্সকে নিয়ে তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের নতুন তারকাকে নিয়ে প্রত্যেকেই উত্তেজিত। তরুণ ক্রিকেটারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন স্যর ভিভ রিচার্ডস থেকে ভারতের বীরেন্দ্র সহবাগ, ভিভিএস লক্ষ্মণরা।নেটমাধ্যমে ভিভ লিখেছেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে একটা অসাধারণ জয়। আমরা কোনওদিন লড়াই করতে ছাড়ি না। সেটা আজ প্রমাণ করে দিলাম। জয়ের অনুভূতি ঠিক কী হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না। টেস্ট ক্রিকেট, তুমি এত সুন্দর!!"সহবাগ এই জয়কে 'বিশ্বের অন্যতম সেরা রান তাড়া' করা হিসেবে অভিহিত করেছেন। লিখেছেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অবিশ্বাস্য। অন্যতম সেরা রান তাড়া করার ঘটনা। অভিষেকে ২১০ করল মায়ার্স। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদেরই ঘরের মাঠে ৩৯৫ রান তাড়া করে জেতা। সাবাশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ বার মনে হচ্ছে অ্যাওয়ে দলগুলিই রাজ করবে। লক্ষ্মণ লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক রান তাড়া। সব বাধা পেরিয়ে বাংলাদেশকে তাদের ঘরের মাঠে ৩৯৫ রান তাড়া করে হারানো সহজ কাজ নয়। কাইল মায়ার্সকে অনেক শুভেচ্ছা। অসাধারণ কৃতিত্ব।

**PNIeT No : 18/EE/DWS/AGT-II/2020-21**

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites on behalf of the Government of Tfipttra the Singkp Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector. up to 3:00 PM on 26/02/2021 for the work following work:

| Sl. No. | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIeT No.-157/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/ 2020-21 | Rs. 66,55,718.00 | Rs. 66,557.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 2 | DNIT No. 158/NIT/EE/BD/PWD/BLN/ 2020-21 | Rs. 66,55,718.00 | Rs. 66,557.00 | 180 days | |
| 3 | DNIT No. 159/NIT/EE/BD/PWD/BLN/ 2020-21 | Rs. 66,55,718.00 | Rs. 66,557.00 | 180 days | |
| 4 | DNIT No. 160/NIT/EE/BD/PWD/BLN/ 2020-21 | Rs. 66,55,718.00 | Rs. 66,557.00 | 180 days | |
| 5 | DNIT No. 161/NIT/EE/BD/PWD/BLN/ 2020-21 | Rs. 66,55,718.00 | Rs. 66,557.00 | 180 days | |

·Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 05/02/2021 at 17.00 hours.
·Last date and Time for Document Downloading and Bidding-26/02/2021 up to 15.00 hours.
·Date and Time for Opening of Biu-26/02/2021 at 16.00 hours (If Possible).
·This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenclegovin

**For and om behalf of the Governor of Tripura**
**Sd/- (Er. A. Debnath))**
**Executive Engineer**
**DWS Division, Agt-II, Agartala**

**ICA-C-3086/21**

**PNIeT No:- 137/ EE/ PWD(DWS)/ AMB/ 2020-21**

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

| Sl. No. | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNI-T No: 21/SE/DWS/C/AMB/2021-21. | Rs. 8166942.00 | Rs. 81669.00 | 120 (One Hundred Twenty) days | Appropriate Class |
| 2 | DNI-T No: 43/SE/DWS/C/AMB/2021-21. | Rs. 9734687.00 | Rs. 97347.00 | 180 (One Hundred Eighty) days | |
| 3 | DNI-T No: 44/SE/DWS/C/AMB/2021-21. | Rs. 9734687.00 | Rs. 97347.00 | 180 (One Hundred Eighty) days | |
| 4 | DNI-T No: 48/SE/DWS/C/AMB/2021-21. | Rs. 6470582.00 | Rs. 64706.00 | 180 (One Hundred Eighty) days | |

→ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 23-02-2021 up to 15.00 Hrs
→ Date and Time for Opening-of BID :- 24-02-2021 at 16.00 Hrs
→ Website for Document Dow7doading and Bidding at Application : **https://tripuratenders.gov.in**
→ Tender Fee : 2,500.00 each, (non refundable).
→ Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mod as. specified in DNIeT through **https://tripuratenders.gov.in**

All details are available in **the https://tripuratenders.gov.in For Query 03826-267-230/9436355955.**

**For and om behalf of the Governor of Tripura**
**Sd/- (ER. H. CHAKMA)**
**Executive Engineer**
**DWS Division Ambassa**
**Dhalai District, Tripura**

**ICA-C-3092/21**

**MEMORANDUM.**

It is proposed to hold an inquiry against Shri Keshab Das, Follower (Group-D) of Supdt. of Police (Commn) Tripura in accordance with the procedure laid down in Rules 14 of CCS (CCA) Rules, 1965.
2. The substance of the imputation of miss-conduct in respect of which the inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed statement of article of charge (Annsesure-I) A statement of the imputations of mis-conduct in support of each articles of charge is enclosed (Annexure-II). A list of documents by which the article of charge of proposed to be sustained are also enclosed(Annexure-III)
3. Shri Keshab Das, Follower is directed to submit a written statement of his defense, with in 15 days of the Publication/ receipt of this Memorandum and also to state that whether he desires to be heard in person.
4. He is informed that an inquiry will be held only in respect of those articles of charge as are not admitted .He should therefore, specifically admit or deny each article of charge.
5. Shri Keshab Das follower is further informed that if he does not submit his written statement of defence on or before the date specified in Para-3 above or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of Rules 14 of the CCS (C.C & A) Rules, 1965 of the orders / direction s issued in pursuance of the said Rules the inquiring authority may hold the inquiry against him an ex-parte.
6. The receipt of this Memorandum may be acknowledged.

**Sd/- Illegible**
**Superintendent of Police (Commn)**
**Tripura : Agartala.**

**ICA-D-1456/21**

জাগরণ 9 February, 2021, Tuesday আগরতলা ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ইং, ■ ২৬ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

উত্তরাখণ্ডের এক প্রতিনিধি দল সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ছবি-পিআইবি।

# উদ্বেগ বাড়ছেই, দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকরা এখনও নিখোঁজ

## উদ্ধারকাজ শেষ হতে ২৪-৪৮ ঘন্টা লাগতে পারে : এস এন প্রধান

**দেহরাদূন ও চামোলি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের। পাথর ও ধ্বংসাবশেষের জন্য বড় সুড়ঙ্গ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে পরিষ্কার করার কাজ চলছে। একটি সুড়ঙ্গ থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করা গেলেও, বাকি সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগই করা সম্ভব হয়নি।

সোমবার সকালে আইটিবিপি, দেহরাদূন (ডিআইজি সেক্টর হেড কোয়ার্টার) অপর্ণা কুমার জানিয়েছেন, ধ্বংসাবশেষের জন্য বড় সুড়ঙ্গ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে পরিষ্কার করার কাজ চলছে। এই সুড়ঙ্গ প্রায় ১৮০ মিটার লম্বা এবং রবিবার থেকে ৩০-৪০ জন কর্মী আটকে পড়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করার কাজ চলছে।

উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও কারণ নেই। রবিবার হিমবাহ ফেটে যাওয়ার কারণে পাথর, ধ্বংসাবশেষ জলোচ্ছ্বাসের জেরে রেনি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যা হওয়ার রবিবারই হয়েছে। প্রথম প্রোজেক্ট থেকে ৩২ জন নিখোঁজ হয়ে যান এবং দ্বিতীয় প্রোজেক্ট থেকে ১২১ জন। রবিবার তপোবনের ছোট সুড়ঙ্গ থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বড় সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দেহগুলির মধ্যে তপোবন থেকে তিনটি এবং কর্ণপ্রয়াগ রুটে সাতটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। চামোলি পুলিশের পক্ষ থেকে সোমবার সকালে জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গে আটকে থাকা মানুষজনকে উদ্ধারের কাজ চলছে। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে সুড়ঙ্গ পরিষ্কারের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ১৪ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠের কাছে ধউলিগঙ্গাতে হিমবাহ ফেটে তীব্র জলোচ্ছ্বাসের জেরে রবিবার ভেসে গিয়েছে একের পর এক গ্রাম। রেনি গ্রামে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প-সহ ওই এলাকার ৪টি 'ঝুলা পুল' অর্থাৎ ঝুলন্ত সেতু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখন অবধি প্রাণ গিয়েছে ১৪ জনের। নিখোঁজ বহু মানুষ। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আইটিবিপি, সেনাবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ২.৫ কিলোমিটার লম্বা সুড়ঙ্গে আটকে থাকা মানুষজনকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু, ধ্বংসাবশেষের জন্য অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে। সোমবার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডিজি এস এন প্রধান জানিয়েছেন, '২.৫ কিলোমিটার লম্বা সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছে। ধ্বংসাবশেষের জন্য অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে, যা ধীরে ধীরে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

২৭ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে, ১৫৩ জনের কোনও খোঁজ নেই। ১৫৩ জনের মধ্যে ৪০-৫০ জন এই সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। বাকিরা হয়তো জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন।' এস এন প্রধান আরও জানিয়েছেন, 'উদ্ধারকাজে বেশ সমস্যা হচ্ছে। সড়ক দিয়ে মাত্র দু''টি টিম যোশীমঠে পৌঁছতে পেরেছে, বাকি টিমগুলিকে আকাশপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকাজ শেষ হতে কত সময় লাগবে তা বলা কঠিন, হয়তো ২৪-৪৮ ঘন্টা লাগতে পারে।''''

যে সমস্ত কর্মীরা নিখোঁজ রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের বাড়ি পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে। উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, 'যে সমস্ত কর্মীরা নিখোঁজ তাঁদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বাসিন্দা। নিখোঁজদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের বাড়ি উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায়।'

# এমএসপি মূল্য ছিল, আছে এবং থাকবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিয়ে কৃষকদের ফের আশ্বস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, "'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে যে ভ্রম তৈরি করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল, আছে এবং থাকবে।' প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "এ বিষয়ে আমরা যদি আরও দেরি করি, তা হলে আরও সর্বনাশের পথে এগোব। তাই সবাইকে এ বিষয়ে দ্রুত ঐকমত্যের পথে আসতে হবে। আগে ছোট কৃষকদের জল কিনতে হত। ছোট কৃষকদের ইউরিয়া কেনার জন্য রাতভর লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হত। সেই কৃষকদের উন্নয়নের জন্যই কাজ করছি আমরা।"

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, "ফসল বিমা যোজনার সুবিধা আরও বাড়ানো হয়েছে। ছোট ছোট কৃষকদের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। পেনশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে ছোট কৃষকদের জন্য। এ ছাড়া কিসান ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়েছে।" রেকর্ড উৎপাদনের পরেও দেশের কৃষিব্যবস্থায় অনেক সমস্যা আছে বলেও রাজ্যসভায় মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে সেই সমস্যার সমাধান সকলে মিলেই করা উচিত বলেই মনে করেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, "থমকে থাকাটা কি ভাল? দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কি কাম্য নয়? দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাই সকলকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি, কৃষকদের এই আইন নিয়ে বোঝাতে হবে।" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "দেশকে এগিয়ে নিয়ে উচিত। পিছনে ঠেলে দেওয়া নয়। বিরোধী হোক বা আন্দোলনকারী সকলে মিলে এই সংস্কারকে এক বার কার্যকর হওয়ার সুযোগ দিন।"

এমএসপি নিয়ে কোনও আইন নেই, কৃষকদের লুট করছে ব্যবসায়ীরা : রাকেশ টিকাইত

এমএসপি প্রসঙ্গে এদিন ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'আমরা কবে বলেছি এমএসপি শেষ হচ্ছে? আমরা বলেছি এমএসপি নিয়ে আইন তৈরি করা উচিত। যদি এমন কোনও আইন তৈরি হয়, তাহলে সমগ্র দেশের কৃষকরা উপকৃত হবেন। এই মুহূর্তে, এমএসপি নিয়ে যেহেতু কোনও আইন নেই, তাই কৃষকদের লুট করছে ব্যবসায়ীরা।

## বাংলাদেশকে নেপালে রফতানিতে ট্রানজিট সুবিধা দিল ভারত

**ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** নেপালে সার রফতানিতে বাংলাদেশকে ট্রানজিট সুবিধা দিল ভারত। সোমবার ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর ও ভারতের সিঙ্গাবাদ রেলপথ দিয়ে এই ট্রানজিট সুবিধা দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ রেলওয়ে নেপালে রফতানি করা সারবোঝাই প্রথম ট্রেনটি ভারতীয় রেলওয়ের কাছে হস্তান্তর করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ থেকে নেপালে পণ্য রফতানি করা হয় এবং অন্যান্য দেশ থেকে নেপালের আমদানি করা পণ্যগুলো ভারতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে 'ট্র্যাফিক ইন ট্রানজিট' হিসেবে পরিবহন করা হয়। নেপালের সঙ্গে রফতানি ও স্থলবাণিজ্যের জন্য ভারত বিশেষভাবে বাংলাদেশকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে আসছে।

রেলপথে ট্র্যাফিক ইন ট্রানজিট মূলত দুটি ভারত-বাংলাদেশ ক্রসিং পয়েন্ট, রহনপুর (বাংলাদেশ)-সিঙ্গাবাদ (ভারত) এবং বিরল (বাংলাদেশ)-রাধিকাপুর (ভারত) রেলপথ হয়ে পরিবহন করা হয়।

# পূর্ব হিমালয়ে ভূকম্পের ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পেলেন বিজ্ঞানীরা

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :** বিজ্ঞানীরা অসম এবং অরুণাচল প্রদেশ সীমান্ত লাগোয়া হিমেবস্তি গ্রামে একটি ভূমিকম্পের প্রথম ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পেয়েছেন। ঐতিহাসিকরা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে শদিয়া ভূকম্প হিসাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ভূকম্পের ফলে ওই এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৯৭ সালে সীমান্ত লাগোয়া ওই গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি-প্রবণ এলাকাগুলির মানচিত্র নির্মাণে সাহায্য করতে পারে। এর ফলে, এই অঞ্চলে নির্মাণ কাজ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরও সুবিধা পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিক নথিপত্রে পূর্ব হিমালয় অঞ্চল বরাবর বার বার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটলেও তার ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ বিশেষ নেই। তাই, প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গিয়েছিল? আরও প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে এই ভূমিকম্পগুলি পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে দিশা দেখাতে পারে?

উল্লেখ করা যেতে পারে, হিমালয়ের এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অধীন ওয়াদিয়া ইন্সটিটিউট অব হিমালয়ান জিওলজি (ডব্লিউআইএইচজি) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা অরুণাচল প্রদেশের হিমেবস্তি গ্রামে ব্যাপক খনন কাজ চালিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগের ফলে ১৬৯৭ খ্রিষ্টপূর্বে শদিয়া ভূমিকম্পের একাধিক প্রমাণ মিলেছে। বিজ্ঞানীরা এই ভূকম্পকে আধুনিক ভূতাত্ত্বিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। ভূকম্পের এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে বিজ্ঞানীরা সেখান থেকে ২১টি রেডিও কার্বন নমুনা সংগ্রহ করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বিজ্ঞানীরা আরও জানতে পেরেছেন, সে সময় সুবনসিরি নদী যে পথে নীচের দিকে অগ্রসর হয়েছে, সেখানে বন্যার ঘটনা ঘটেছিল এবং ওই বন্যার দরুন ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই এই ভূমিক্ষয়ের প্রভাব সেই অঞ্চলের ওপর পড়ে এবং ভূমিকম্পের ঘটনাও ঘটে। পরবর্তী ছয়মাস ধরে এই ভূকম্পের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। 'সায়েন্টিফিক রিপোর্ট' শীর্ষক এক জার্নালে সম্প্রতি এই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

# মার্চের মধ্যেই ভারতের কাছে থাকবে ১৭টি রাফাল যুদ্ধবিমান ঃ রাজনাথ সিং

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** ভারতে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে ১১টি রাফাল যুদ্ধবিমান, চলতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই ভারতে আসতে চলেছে আরও ৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান। আরও সুখবর হল, ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমস্ত সমস্ত রাফাল এয়ারক্রাফট ভারতে এসে পৌঁছেবে। সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এদিন রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারতে এখনও পর্যন্ত ১১টি রাফাল যুদ্ধবিমান এসে পৌঁছেছে। এ বছরের মার্চের মধ্যে, ভারতের কাছে ১৭টি রাফাল যুদ্ধবিমান থাকবে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে, সমস্ত সমস্ত রাফাল এয়ারক্রাফট ভারতে এসে পৌঁছেবে।

প্রতিরক্ষায় বেসরকারিকরণের সম্ভাবনা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে রাজনাথ সিং এদিন রাজ্যসভায় জানিয়েছেন, 'দেশীয়করণের উপর জোর দিচ্ছি আমরা। ১০১টি আইটেম বেছে নেওয়া হয়েছে, যা অন্য দেশ থেকে আমদানি করা হবে না। বরং ভারতীয়দের দ্বারা ভারতেই তৈরি করা হবে।'

# রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ফিরছে আমেরিকা

**ওয়াশিংটন, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ফেরার তৎপরতা শুরু করে দিল জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা। মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কন জানিয়েছেন, অবজার্ভার হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দ্রুত ফিরতে চলেছে আমেরিকা।

গত তিন বছর আগে মানবাধিকার কাউন্সিলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। কাউন্সিলের সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করে কাউন্সিলের সদস্যপদ ছেড়েছিল আমেরিকা। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন নাগরিকদের একাংশ। কিন্তু তাতে আমল দেননি ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই জো বাইডেন জানিয়েছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের একাধিক সিদ্ধান্ত বাতিল করা হবে। সেই মতই কাজ চলছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ফেরার তৎপরতা শুরু করে দিল জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা।

মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কন জানিয়েছেন, অবজার্ভার হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দ্রুত ফিরতে চলেছে আমেরিকা। চলতি সপ্তাহেই এ নিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করবে প্রশাসন।

# কাশ্মীরে ২০২০-তে নিকেশ ২২১ জন জঙ্গি

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** সন্ত্রাস নিকেশ অভিযানে কাশ্মীরে লাগাতার সাফল্য পাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনীর। সুরক্ষা বাহিনীর তৎপরতার জন্যই সন্ত্রাস-মুক্ত হওয়ার পথে কাশ্মীর উপত্যকা। ২০২০ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে নিকেশ হয়েছে ২২১ জন সন্ত্রাসবাদী। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫৭। সোমবার রাজ্যসভায় এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশেন রেড্ডি।

রেড্ডি বলেছেন, ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরে নিকেশ হয়েছিল ১৫৭ জন জঙ্গি, ২০২০ সালে এই সংখ্যা ২২১। ২০১৯ সালে সন্ত্রাসী হিংসার ঘটনা ছিল ৫৯৪, ২০২০ সালে তা কমে হয়েছে ২৪৪। কাশ্মীরে পাথর নিক্ষেপের ঘটনাও কমেছে বলে জানিয়েছেন রেড্ডি। তাঁর কথায়, ২০১৯ সালে মোট পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল ২,০০৯ বার, কিন্তু ২০২০ সালে তা কমে হয়েছে ৩২৭।

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশেন রেড্ডি আরও জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানি সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘনে আহত হয়েছিলেন ১২৭ জন। ২০২০ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৭১। অনুপ্রবেশের ঘটনাও কমেছে বলে জানিয়েছেন রেড্ডি। তাঁর কথায়, ২০১৯ সালে ২১৬ বার অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল, ২০২০ সালে মাত্র ৯৯ বার অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল।

# বিধানসভায় মোদীকে কড়া আক্রমণ মমতার

**কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** "মোদী মিথ্যা কথা বলছেন। মিথ্যে বলা মোদীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।" দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে আক্রমণ করে রাজনীতিতেই সাড়া ফেলে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে উঠেই এই আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা।

রবিবার বিকালে হলদিয়ার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তীব্র বাক্যবাণে আক্রমণ শানান তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২৪ ঘন্টা না কাটতেই সেই আক্রমণের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেটাও রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে।

এদিন রাজ্য বিধানসভায় বাজেটের ওপর আলোচনায় বিরোধীদের বক্তব্যের পরে জবাবী ভাষণ দিতে উঠেন মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ শানাতে হাতিয়ার করেন কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "'আমি চাই কৃষকরা টাকা পাক। কিন্তু ওদের প্রকল্পে তো যাদের দুই একর জমি রয়েছে কেবলমাত্র সেই সব কৃষকেরাই টাকা পাবে। আমরা বলেছিলাম আপনাদের কাছে যে তথ্য আছে সেটা দিন। ওরা স্টেট পোর্টালে কৃষকদের হিসাব নেয়নি। নিজেদের পোর্টালে আলাদা করে হিসেব নিয়েছেন। আমরা বলেছিলাম আমরা একবার সমীক্ষা করে দেখি। ওরা ৬ লক্ষ কৃষকের নামের তালিকা দিয়েছে কোনও সমীক্ষা না করেই। আর আমরা আড়াই লক্ষ কৃষকের নাম সমীক্ষা করে দিয়েছি। আমরা বলেছি প্রতিদিন এক লক্ষ করে নাম সমীক্ষা করে দেব। একথা জানিয়ে বারবার চিঠি দিয়েছি। মোদী মিথ্যে কথা বলছেন। মিথ্যে বলা মোদীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন বলছে, কৃষকরা পাচ্ছে না।'"

# ভারতে টিকাকরণ ৫৮ লক্ষের বেশি, ৮৪ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৫,০৮০

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):** ভারতে করোনা-পরিস্থিতি এখন আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো। ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। একইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। আরও স্বস্তি দিচ্ছে কমতে থাকা দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও নিম্নমুখী। রবিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১ হাজার ৮৩১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৮৪ জনের।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৫,৩৪,৫০৫ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১, ৮৩১ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৯৪-তে পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৯০৪ জন। ৮৪ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,০৮০ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৫,৩৪,৫০৫ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬০৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১৫৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫৮ লক্ষ ১২ হাজার ৩৬২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩৬ হাজার ৮০৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

আগরতলা শহরের বিদ্যাসাগর বাজারে একটি ট্রিপার ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।